হাম-রুবেলা
টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩
এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

ক্যাম্পেইন সংগঠন সহায়িকা

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

সূচিপত্র

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা
১	**ভূমিকা**	১
২	**টিকাদান ক্যাম্পেইন- এর কর্মকৌশল**	২
	হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস	২
	২১তম জাতীয় টিকা দিবস	৫
৩	**ক্যাম্পেইন কর্মকান্ডের ধাপ সমূহ**	৮
	ক) ক্যাম্পেইন পূর্ব প্রস্তুতি	
	প্রশিক্ষণ	৮
	রেজিস্ট্রেশন	৮
	মাইক্রোপ্ল্যানিং	৮
	আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ	৯
	মাইকিং	১০
	যোগাযোগ সামগ্রীর ব্যবহার	১১
	খ) ক্যাম্পেইন পরিচালনা	১১
	সেশনে করনীয় কাজ সমূহ	১১
	কোল্ড চেইন এবং টিকা ও অন্যান্য সামগ্রী ব্যবস্থাপনা	১৩
	আইসপ্যাক প্রস্তুত ও বিতরন	১৩
	টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনা	১৪
	সংমিশ্রণ ও নিরাপদ ইনজেকশন	১৫
	টিকা প্রদান	১৫
	গ) সেশন শেষে করণীয়	১৬
৪	**বর্জ্য ব্যবস্থাপনা**	১৬
৫	**টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া (AEFI)**	১৭
৬	**তদারকি**	১৮
৭	**ফর্ম সমূহ এবং রিপোর্টিং**	১৯
৮	**কর্মীরা যে সব প্রশ্নের সম্মুখীন হতে পারেন**	২২
৯	**পরিশিষ্ট**	২৪

প্রকাশকঃ
সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই)
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ইপিআই ভবন, মহাখালি, ঢাকা-১২১২

গ্রন্থায়নঃ
কোহিনূর বেগম, ট্রেনিং অফিসার, ইপিআই ও সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
ডা. মোঃ হাসানুজ্জামান, ন্যাশনাল কনসালটেন্ট, রেড/এমআর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা
ডা. রবিউল জাহান সরকার, কনসালটেন্ট (এমআর ক্যাম্পেইন), ইউনিসেফ

সার্বিক তত্ত্বাবধানঃ
ডা. সৈয়দ আবু জাফর মোঃ মুসা
পরিচালক, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা এবং
লাইন ডাইরেক্টর, এমএনসিএন্ডএইচ, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. মোঃ তাজুল ইসলাম এ বারী
প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ইপিআই ও সার্ভিলেন্স
ইপিআই, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

ডা. মোঃ শামসুজ্জামান
ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার
ইপিআই ও সার্ভিলেন্স, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর

আরও যাঁরা অবদান রেখেছেনঃ
ডা. মোঃ কামরুল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ফিল্ড সার্ভিস, ইপিআই
ডা. আশেক আহাম্মদ শহীদ রেজা, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, প্রকিউরমেন্ট এন্ড সাপ্লাই, ইপিআই
ডা. মোঃ শরিফুল ইসলাম, ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার, ট্রেনিং, ইপিআই
ডা. জুসি মেরিনা অধিকারী, ইম্যুনাইজেশন স্পেশালিষ্ট, ইউনিসেফ
ডা. সেলিনা আহমেদ, ন্যাশনাল প্রফেশনাল অফিসার, ভ্যাকসিন সেফ্‌টি এন্ড কোয়ালিটি, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

প্রকাশকালঃ আগষ্ট ২০১৩

অধ্যায় ১ঃ ভূমিকা

হাম একটি ভাইরাস জনিত মারাত্মক সংক্রামক রোগ। এই রোগ সাধারণত একজন আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে আসা অন্যদের মধ্যে হাঁচি, কাশির মাধ্যমে অতি দ্রুত ছড়ায়। শিশু ছাড়াও যে কোনো বয়সে হাম হতে পারে। তবে শিশুদের মাঝেই এর প্রকোপ, জটিলতা এবং মৃত্যু বেশি দেখা যায়। জটিলতাগুলোর মধ্যে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, অপুষ্টি, এনকেফালাইটিস, অন্ধত্ব, বধিরতা ইত্যাদি অন্যতম। এই রোগ এবং এর জটিলতার হাত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে হামের টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা।

রুবেলা একটি ভাইরাস জনিত অত্যন্ত সংক্রামক রোগ। হামের মতোই এটিও হাঁচি, কাশির মাধ্যমে দ্রুত ছড়ায়। গর্ভবতী মায়েরা গর্ভের প্রথম ৩ মাসের সময় রুবেলা ভাইরাস দ্বারা আক্রান্ত হলে শতকরা ৯০% ভাগ ক্ষেত্রে মা থেকে গর্ভের শিশু আক্রান্ত হতে পারে। সেক্ষেত্রে গর্ভপাত এমনকি গর্ভের শিশুর মৃত্যুও হতে পারে অথবা জন্মগত বিভিন্ন জটিলতা নিয়ে জন্ম গ্রহণ করে যা কন্‌জেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নামে পরিচিত। এই রোগ এবং এর জটিলতার হাত থেকে বাঁচার সর্বোৎকৃষ্ট উপায় হচ্ছে সঠিক সময়ে শিশুকে রুবেলার টিকা দিয়ে সুরক্ষিত করা। এই রোগের প্রকোপ থেকে সুরক্ষার জন্য বাংলাদেশ সরকার সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির (ইপিআই) মাধ্যমে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে ৯ মাস বয়সী সকল শিশুদের ১ ডোজ এমআর টিকা সংযুক্ত করেছে। একই সাথে ১৫ বছর বয়সী সকল কিশোরীদের টিটি টিকার যে কোন ডোজের সাথে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদান করা হচ্ছে। এছাড়াও ২০০৯ সাল থেকে হাম রোগ ভিত্তিক (কেস বেইস্‌ড) নিরীক্ষণ এবং ২০১২ সাল থেকে কন্‌জেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) সার্ভিলেন্স কার্যক্রম চালু করেছে।

বাংলাদেশে পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২১তম জাতীয় টিকা দিবস (এনআইডি) পালন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। পূর্বের ন্যায় ০-৫৯ মাস বয়সী সব শিশুকে পোলিও টিকা খাওয়ানো জাতীয় টিকা দিবসের উদ্দেশ্য। ০-৫৯ মাস বয়সী শিশু পূর্বে জাতীয় টিকা দিবসে বা নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচিতে পোলিও টিকা খেয়ে থাকলেও কিংবা পূর্বে কখনও টিকা না খেয়ে থাকলেও তাকে ২ ফোঁটা পোলিও টিকা খাওয়ানো হবে।

পোলিও নির্মূল অভিযানের অগ্রগতির সূত্র ধরে বর্তমানে বিশ্বের রাষ্ট্রসমূহ হাম ও রুবেলা রোগ-এর ফলে মৃত্যু ঝুঁকি কমিয়ে পর্যায়ক্রমে রোগ নির্মূল লক্ষ্য অর্জনে সমস্ত মনোযোগ নিবদ্ধ করেছে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ সরকারের নীতি নির্ধারকগণ বিভিন্ন আর্ন্তজাতিক ফোরাম ও সম্মেলনে একই মত ব্যাক্ত করে এই কার্যক্রমের সাথে একাত্মতা ঘোষনা করেছেন। স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য বিভাগের সর্বস্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সহায়তায় বিশেষ করে জনগণ এবং মাঠ পর্যায়ের কর্মীদের সহযোগিতায় উদ্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনে সরকার বদ্ধপরিকর।

জাতীয় হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রমের লক্ষ্যঃ

- "জাতীয় হাম দূরীকরণ কার্যক্রম"-এর সার্বিক লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৬ সালের মধ্যে হামের টিকার হার ৯৫ ভাগে উন্নীত করে হাম দূরীকরণ অবস্থায় পৌঁছানো
- "জাতীয় রুবেলা নিয়ন্ত্রণ কার্যক্রম"-এর লক্ষ্য হচ্ছে ২০১৬ সালের মধ্যে রুবেলা টিকার হার জাতীয় পর্যায়ে ৯৫ ভাগে উন্নীত করে রুবেলা রোগের হার ২০১০ সালের তুলনায় ৯০ ভাগ কমানো
- ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুর জন্য হাম ও রুবেলা টিকা প্রাপ্তির দ্বিতীয় সুযোগ নিশ্চিত করা

হাম-রুবেলা টিকদান ক্যাম্পেইনের প্রয়োজনীয়তাঃ

সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচির সর্বশেষ জরীপ তথ্য মোতাবেক ১ বছরের কমবয়সী শিশুদের হামের টিকা গ্রহণের হার শতকরা ৮৬ ভাগ। ৯ মাস বয়সের শিশুদের হামের টিকা গ্রহণ পরবর্তী প্রতিরোধ ক্ষমতা অর্জনের হার (Seroconversion rate) হচ্ছে শতকরা ৮৫ ভাগ। ফলে শতকরা ৭৩ ভাগ শিশুদের শরীরে হামের বিরুদ্ধে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্মায়। বাকি শতকরা ২৭ ভাগ শিশু হাম রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকিতে থাকে। এই হিসাবমতে মাত্র ৩ থেকে ৪ বছর সময়কালে হামে আক্রান্ত হওয়া ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সংখ্যা জমে বার্ষিক জন্ম নেয়া শিশু সংখ্যার (Birth Cohort) সমান হয়ে যাবে এবং হামের প্রাদুর্ভাব দেখা দিতে পারে। দ্বিতীয়বার হামের টিকা দিয়ে এইসব ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের সংখ্যা বহুলাংশে কমিয়ে আনা যায়।

রোগ নিরীক্ষণ তথ্য অনুসারে বাংলাদেশে ২০১১ সালে রুবেলা রোগে আক্রান্তের হার দশ লক্ষে ৩৮ জন এবং ২০১২ সালে দশ লক্ষে ২১ জন। রুবেলা রোগের প্রকোপ (outbreak) প্রতি ২/৩ বছর পর পর দেখা দেয়। প্রকোপ নিরীক্ষণ তথ্য অনুযায়ী রুবেলা রোগে আক্রান্ত শিশুদের বয়স বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে ৭৮ ভাগ এবং ২০১২ সালে ৮২ ভাগই ১৫ বছরের কম বয়সী।

ইতোপূর্বে হাম ক্যাচআপ ও ফলোআপ ক্যাম্পেইন করার ফলে হামের প্রার্দুভাব বহুলাংশে কমে যায়। প্রকোপ নিরীক্ষণ তথ্য অনুযায়ী ২০১১ সালে হাম রোগে আক্রান্তের হার দশ লক্ষে ৩৮ জন এবং ২০১২ সালে দশ লক্ষে ১৩ জন। হাম রোগে আক্রান্ত শিশুদের বয়স বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, ২০১১ সালে ৮৫ ভাগ এবং ২০১২ সালে ৮৪ ভাগই ১৫ বছরের কম বয়সী।

এই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের সম্প্রসারিত টিকাদান কর্মসূচি (ইপিআই) হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে ২০১৬ সাল পর্যন্ত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এই পরিকল্পনার প্রধান কর্মকৌশলগুলোর মধ্যে হচ্ছে নিয়মিত টিকাদান কর্মসূচি জোরদার করার সাথে সাথে হাম ও রুবেলা সার্ভিলেন্স এবং কেস্ ম্যানেজমেন্ট জোরদার করা এবং সম্পূরক টিকাদান কার্যক্রম (SIA) পরিচালনা করা।

এই উদ্দেশ্যে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি হাম দূরীকরণ ও রুবেলা নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যকে সামনে রেখে পূর্বে হাম বা এমআর টিকা পেয়ে থাকলেও, ৯ মাস থেকে ১৫ বৎসরের কম বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা প্রদানের মাধ্যমে হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা করছে।

পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার পাশাপাশি হাম ও রুবেলার মতো মারাত্মক রোগের প্রকোপ কমিয়ে আনার লক্ষ্যে উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠী বিবেচনা করে এবং টিকাদান কার্যক্রমকে সহজতর করার জন্য হাম ও রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস (এনআইডি) একই সাথে পালন করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে।

এই সহায়িকা অনুসরণ করে-

- ক্যাম্পেইন পূর্ব কর্মকান্ড যেমন- প্রশিক্ষণ, রেজিস্ট্রেশন, লক্ষ্যমাত্রা ও চাহিদা নিরুপণ, কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ, জনগণকে অবহিত করা, সামাজিক সমর্থন আদায় ইত্যাদি পরিচালনা করতে পারবেন।
- ক্যাম্পেইন চলাকালীন কর্মকান্ড যেমন- সুষ্ঠু সেশন সংগঠন, সঠিক ও নিরাপদ ইনজেকশন প্রয়োগ এবং সুষ্ঠু বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অনুসরণ করতে পারবেন। যদি টিকা পরবর্তী কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয় তার ব্যবস্থাপনায় প্রস্তুত থাকবেন এবং রিপোর্ট করতে পারবেন।
- ক্যাম্পেইন পূর্ব, চলাকালীন এবং পরবর্তী কার্যক্রমের তদারকি করতে পারবেন।

■ অধ্যায় ২ঃ ক্যাম্পেইন-এর কর্ম কৌশল

ক) হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকাদিবস

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ

- ৯ মাস-১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা দেয়া হবে
- ০-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে

সময়সূচি ঃ

- ২-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (১৮ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)। এই ক্যাম্পেইন ৩ সপ্তাহ ব্যাপী চলবে

১ম সপ্তাহ

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কর্মসূচিঃ ২-৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (১৮-২৩ কার্তিক ১৪২০ বঙ্গাব্দ)

২য় ও ৩য় সপ্তাহ

নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে টিকাদান কর্মসূচিঃ ৯-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন শুক্রবার ব্যতীত তিন সপ্তাহ ব্যাপী (২-২১ নভেম্বর ২০১৩) প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত চলবে। স্কুল ক্যাম্পেইন চলাকালীন স্কুলের সময়সূচির উপর ভিত্তি করে টিকাদান কার্যক্রম চলবে। তবে টিকাদানকারী শেষ টিকা দেয়ার পর একঘন্টা পর্যন্ত কেন্দ্রে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন। পৌর এলাকা, সিটি করপোরেশন এবং শিল্পাঞ্চলে কর্মজীবি মহিলার শিশুদের টিকা দেয়ার সুবিধার্থে প্রয়োজনে বিকালে ও সন্ধ্যায় টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।

উল্লেখ্য যে, ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময় রুটিন ইপিআই বন্ধ থাকবে না এবং কমিউনিটি ক্লিনিক নিয়মিতভাবে চলবে।

টিকাদান কেন্দ্র কিভাবে পরিচালিত হবেঃ

১ম সপ্তাহঃ (২-৭ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

১ম সপ্তাহে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে (বিদ্যালয়, কিন্ডারগার্টেন, মাদ্রাসা, মক্তব, এতিমখানা, শিশু আশ্রম ইত্যাদি যেখানে ১৫ বছরের কম বয়সের শিশুরা পড়াশুনা করে) টিকাদান ক্যাম্পেইন চলবে। মাইক্রোপ্ল্যান অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ১ ডোজ এমআর টিকা দিতে হবে। যে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু আছে সেসব শিশুদের ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়াতে হবে।

গ্রাম এলাকাঃ ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা বেশী সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন অনুয়ায়ী অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যার উপর নির্ভর করে প্রয়োজনে ১টি টীম একাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে। প্রথম সপ্তাহে প্রয়োজনে নিজ ওয়ার্ডের বাইরে অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদানকারীদের কাজ করতে হতে পারে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সকল শ্রেনির শিশুদের একসাথে টিকা না দিয়ে এক এক শ্রেনি করে টিকা দিতে হবে।

শহর এলাকাঃ শহর এলাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা অনেক বেশী। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যার উপর ভিত্তি করে অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। এমনকি যে সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা বেশী সেক্ষেত্রেও প্রয়োজন অনুয়ায়ী অতিরিক্ত টিকাদান টীমের ব্যবস্থা করতে হবে। শহর এলাকায় স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। এক্ষেত্রে বেসরকারী টিকাদানকারীদের সহযোগীতা নিতে হবে। এছাড়াও অতিরিক্ত টিকাদানকারীর প্রয়োজন হলে হাসপাতালের নার্স, প্যারামেডিক্স, উচ্চ শ্রেনির নার্সিং কোর্সের ছাত্র/ছাত্রী, মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নী ডাক্তার এবং ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিকাদান টীমে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

প্রতিদিন কতটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বা কয়টি টিকাদান কেন্দ্রে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে তা নির্ভর করবে-

- ওয়ার্ডে কতগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে
- মোট কতজন টিকাদানকারী আছে
- প্রথম সপ্তাহে ৬ দিনই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে, তবে রুটিন ইপিআই কার্যক্রম নির্ধারিত দিনে নির্দিষ্ট টিকাদানকারী দ্বারা পরিচালিত হবে
- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে টিকাদানকারীর সংখ্যা নির্ভর করবে প্রতিষ্ঠানের উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যার উপর (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একজন দক্ষ টিকাদানকারীর পক্ষে একদিনে প্রায় ২০০ - ২৫০ জন শিশুকে টিকা দেয়া সম্ভব)

২য় ও ৩য় সপ্তাহঃ (৯-২১ নভেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ)

নিয়মিত ইপিআই টিকাদানের দিন এবং শুক্রবার ব্যতীত অন্যান্য দিনগুলোতে ক্যাম্পেইন পরিচালনা করতে হবে।

গ্রাম এলাকা ঃ রুটিন টিকার দিন ব্যতিত প্রতি ওয়ার্ডের নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দেওয়া এবং ০-৫৯ মাস বয়সী শিশুদের ওপিভি খাওয়ানো হবে। দ্বিতীয় সপ্তাহের অন্য চার কর্ম দিবসে চারটি সাব-ব্লকে এবং তৃতীয় সপ্তাহে বাকী চারটি সাব-ব্লকে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম চলবে। ক্যাম্পেইন সেশন পরিকল্পনার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে, একটি সাব-ব্লক/এলাকায় রুটিন টিকার দিনের ঠিক আগের দিন যেন ঐ সাব-ব্লক/এলাকায় ক্যাম্পেইন সেশন পরিকল্পনা করা হয়। এতে করে ক্যাম্পেইনে বাদ পড়া শিশুরা রুটিন টিকার দিনে টিকা পাওয়ার আরেকটি সুযোগ পাবে।

উপজেলা পর্যায়ে গ্রাম এলাকায় রুটিন ইপিআই সেশন হয় এমন একটি ওয়ার্ডে টিকাদান ক্যাম্পেইন সেশন পরিকল্পনা

প্রতি শনি ও মঙ্গলবার (৯- ২১ নভেম্বর ২০১৩)

শুক্রবার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
১	**২ (ক১)**	৩	৪	**৫ (ক১)**	৬	৭
৮	**৯ (খ১)**	১০ (ক্যা খ১)	১১(ক্যা খ২)	**১২ (খ২)**	১৩ (ক্যা ক১)	১৪ (ক্যা গ১)
১৫	**১৬ (গ১)**	১৭(ক্যা ক২)	১৮ (ক্যা গ২)	**১৯ (গ২)**	২০(ক্যা ঘ২)	২১ (ক্যা ঘ১)
২২	**২৩ (ঘ১)**	২৪	২৫	**২৬ (ঘ২)**	২৭	২৮
২৯	৩০					

প্রতি রবি ও বুধবার (৯- ২১ নভেম্বর ২০১৩)

শুক্রবার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
১	২	**৩ (ক১)**	৪	৫	**৬ (ক২)**	৭
৮	৯ (ক্যা খ১)	**১০ (খ১)**	১১ (ক্যা ক১)	১২(ক্যা খ২)	**১৩ (খ২)**	১৪ (ক্যা ঘ১)
১৫	১৬ (ক্যা গ১)	**১৭ (গ১)**	১৮ (ক্যা ক২)	১৯ (ক্যা গ২)	**২০ (গ২)**	২১ (ক্যা ঘ২)
২২	২৩	**২৪ (ঘ১)**	২৫	২৬	**২৭ (ঘ২)**	২৮
২৯	৩০					

প্রতি সোম ও বৃহস্পতিবার (৯- ২১ নভেম্বর ২০১৩)

শুক্রবার	শনিবার	রবিবার	সোমবার	মঙ্গলবার	বুধবার	বৃহস্পতিবার
১	২	৩ (ক১)	**৪ (ক১)**	৫	৬	**৭ (ক২)**
৮	৯ (ক্যা ক২)	১০ (ক্যা খ১)	**১১ (খ১)**	১২(ক্যা খ২)	১৩ (খ২)	**১৪ (ক্যা ক১)**
১৫	১৬ (ক্যা ঘ২)	১৭ (ক্যা গ১)	**১৮ (গ১)**	১৯ (ক্যা ঘ১)	২০ (ক্যা গ২)	**২১ (গ২)**
২২	২৩	২৪ (ঘ১)	**২৫ (গ১)**	২৬	২৭	**২৮ (ঘ২)**
২৯	৩০					

* ক্যা: - ক্যাম্পেইন; ১৪ নভেম্বর - সাধারণ ছুটি

শহর এলাকাঃ

শহর এলাকায় গ্রাম অঞ্চলের ন্যায় টিকাদান ক্যাম্পেইন পরিচালনা সম্ভব নয়। প্রতিটি এলাকা ঘন বসতিপূর্ণ। এছাড়াও পৌরসভা এবং সিটি করপোরেশন এলাকায় স্বাস্থ্য কর্মীর সংখ্যা অপ্রতুল। এ সকল এলাকায় বেসরকারী টিকাদানকারীর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। এক্ষেত্রে অতিরিক্ত টিকাদানকারীর প্রয়োজন হলে হাসপাতালের নার্স, প্যারামেডিক্স, উচ্চ শ্রেনির নার্সিং কোর্সের ছাত্র/ছাত্রী, মেডিকেল কলেজের ইন্টার্নী ডাক্তার ও ছাত্র/ছাত্রীদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে টিকাদান টীমে অন্তর্ভূক্ত করা যেতে পারে।

পৌরসভা/সিটি করপোরেশনে প্রতিদিন কতটি টিকাদান কেন্দ্রে ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে তা নির্ভর করবে

- ওয়ার্ডে কতটি ইপিআই টিকাদান কেন্দ্র আছে
- মোট কতজন দক্ষ টিকাদানকারী পাওয়া যাবে
- সপ্তাহে মোট কতদিন ক্যাম্পেইন পরিচালিত হবে

টিকাদান কেন্দ্রঃ

১. **শিক্ষা প্রতিষ্ঠানঃ** যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১৫ বছরের কমবয়সী শিশুরা লেখাপড়া করে, সে সকল প্রতিষ্ঠানকেই টিকাদানকেন্দ্র হিসাবে ব্যবহার করা হবে। ক্যাম্পেইনের প্রথম সপ্তাহে এসব কেন্দ্রে বয়স ভিত্তিক নির্দিষ্ট টিকা খাওয়ানো হবে।

২. **নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রঃ** যেসব শিশু স্কুলে যায় না কিংবা স্কুলে টিকা গ্রহণ করে নাই, তাদেরকে দ্বিতীয় ও তৃতীয় সপ্তাহে নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রগুলোতে প্র্যাপ্যতা অনুযায়ী এমআর এবং পোলিও টিকা দেয়া হবে।

৩. **স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র ঃ** ক্যাম্পেইন চলাকালীন সময়ে প্রতিটি উপজেলা, পৌরসভায় ১টি করে এবং প্রতিটি সিটি করপোরেশন ওয়ার্ডে ১ টি করে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র পরিচালিত হবে। এই কেন্দ্রগুলি ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত প্রতি দিন খোলা থাকবে। এইসব কেন্দ্র থেকে উদ্দিষ্ট বয়সের শিশু ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত যে কোন দিন টিকা নিতে পারবে। রুটিন টিকার দিন এই কেন্দ্রগুলি থেকে রুটিন টিকা দেয়া হবে।

৪. **অতিরিক্ত টীম ঃ** ঝুঁকিপূর্ণ শিশুদের এমআর টিকা দেয়ার জন্য আলাদা টিকাদান টীম গঠন করা হবে। ঝুঁকিপূর্ণ শিশু হচ্ছে দোকান বা বাজার, কারখানা/রাইসমিল ইত্যাদিতে কর্মরত মায়েদের শিশু, বেদে বহরের শিশু, পথ শিশু যারা রেল স্টেশন/বাস স্টেশনে ঘুমায়, হাসপাতালে ভর্তি বা মায়েদের সাথে অবস্থানরত শিশু, জেল খানায় মায়েদের সাথে অবস্থানরত শিশু, পতিতালয়ের শিশু, কিশোর সংশোধনাগার, বস্তি এলাকার শিশু ইত্যাদি। এই শিশুদের জন্য অতিরিক্ত টিকাদান টীম শিশু ও অভিভাবকদের কর্ম এলাকায় আলাদা কেন্দ্র করবে অথবা সুবিধাজনক সময়ে (বিকালে বা রাতে) টিকা দেয়ার ব্যবস্থা নিবে।

টিকাদান টীমঃ

উপজেলার জন্য -

প্রতিদিন প্রতি ওয়ার্ডে ১টি, প্রতি ইউনিয়নে অতিরিক্ত ২টি এবং উপজেলার স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে ১টি ও অতিরিক্ত ৫টি টিকাদান টীম কাজ করবে।

পৌরসভার জন্য -

প্রতিদিন প্রতি ওয়ার্ডে ৮টি, প্রতি পৌরসভায় অতিরিক্ত ৩টি এবং পৌরসভার স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে ১টি টিকাদান টীম কাজ করবে।

সিটি করপোরেশনের জন্য -

প্রতিটি সিটি করপোরেশন ওয়ার্ডে ১ টি করে স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্রে ১টি টিকাদান টীম কাজ করবে। প্রতিটি সিটি করপোরেশন ওয়ার্ডের উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র ছাড়াও অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। প্রতিটি টিকাদান কেন্দ্রে ১টি টীম কাজ করবে (একজন দক্ষ টিকাদানকারীর পক্ষে একটি নিয়মিত টিকাদানকেন্দ্রে একদিনে প্রায় ১৫০-২০০ জন এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একদিনে প্রায় ২০০ - ২৫০ জন শিশুকে এমআর টিকা দেয়া সম্ভব)।

টিকাদান কেন্দ্রে কর্মীদের দায়িত্বঃ

প্রতিটি টিকাদান টীমে ২ জন দক্ষ টিকাদানকারী এবং ৩ জন স্বেচ্ছাসেবী নিম্নলিখিত কাজ করবেন

(ক) **ভিড় নিয়ন্ত্রণকারী - ১** জন স্বেচ্ছাসেবী অভিভাবকদের স্বাগত জানাবেন এবং একমুখী যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের ওপিভি টিকাদানকারী এবং ৫ থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন।

(খ) **ওপিভি টিকাদানকারী - ১** জন স্বেচ্ছাসেবী ৫ বছরের কম বয়সী শিশুকে ২ ফোঁটা করে ওপিভি টিকা খাওয়ানোর পর ৯ মাস থেকে ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দেয়ার জন্য এমআর টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন।

(গ) **এমআর টিকাদানকারী - ২** জন দক্ষ টিকাদানকারী ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের এমআর টিকা দিবেন।

(ঘ) **টালিদানকারী - ১** জন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিটি শিশুকে ওপিভি ও এমআর টিকা প্রদানের পর টালি ফর্মের নির্দিষ্ট ঘরে টালি দিবেন এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলে মার্কার দিয়ে মার্কিং করবেন

ভিড় কমে গেলে টীমের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে কাজ করবেন এবং স্থানীয় এলাকা পরিদর্শন করে উদ্দিষ্ট শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন প্রাপ্যতা অনুযায়ী এমআর টিকা এবং ওপিভি টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।

খ) ২১তম জাতীয় টিকা দিবস

উদ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীঃ

- ০-৫৯ মাস বয়সী সকল শিশু

সময়সূচিঃ

জাতীয় টিকা দিবস	ঃ	২১ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (৭ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ)
বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান	ঃ	২২-২৬ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ (৮-১২ পৌষ ১৪২০ বঙ্গাব্দ) (২৫ ডিসেম্বর ২০১৩ খ্রিষ্টাব্দ সাধারণ ছুটি)

টিকাদান কেন্দ্র সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত অবশ্যই খোলা রাখতে হবে। পৌর এলাকা এবং সিটি করপোরেশনে কর্মজীবি মহিলাদের সুবিধার্থে কেন্দ্রগুলো সন্ধ্যা বা প্রয়োজনে রাতে খোলা রাখা হবে।

উল্লেখ্য যে, শুধুমাত্র জাতীয় টিকা দিবসের দিন রুটিন ইপিআই বন্ধ থাকবে তবে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময় সকল রুটিন ইপিআই কার্যক্রম চালু থাকবে।

টিকাদান কেন্দ্র কিভাবে পরিচালিত হবেঃ

অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র

- গ্রাম এলাকায় প্রতি পুরাতন ওয়ার্ডের ৮টি অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চলবে
- সিটি করপোরেশন ও পৌর এলাকায় অস্থায়ী নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে এই কার্যক্রম চলবে। এ ছাড়াও প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করে এই কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে। এই কর্মকান্ড সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য স্থানীয় ব্যবস্থাপকগণ প্রয়োজন অনুযায়ী সরকারী টিকাদান কর্মী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের সমন্বয়ে একটি বাস্তব ভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা তৈরি করবেন।

অতিরিক্ত কেন্দ্র

জাতীয় টিকা দিবস এবং বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে যে সকল উদ্দিষ্ট শিশু ভ্রমনে থাকবে সে সকল শিশুরা যেন টিকা খাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সেজন্য অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের (রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, ফেরী ঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল, হাইওয়ে ব্রীজ ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে।

- **উপজেলাঃ** জাতীয় টিকা দিবসের দিন প্রতি ইউনিয়নে ১টি করে অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে। জাতীয় টিকা দিবস এবং বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চলাকালীন সময়ে প্রতি উপজেলার জন্য ৩টি অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের ব্যবস্থা করতে হবে।
- **সিটি করপোরেশন/পৌরসভাঃ** প্রয়োজন অনুযায়ী অতিরিক্ত কেন্দ্রের (রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, ফেরী ঘাট, লঞ্চ টার্মিনাল ইত্যাদি) ব্যবস্থা করতে হবে।

বিশেষ টিকাদান কেন্দ্র

ম্যাপের সাহায্যে ঝুঁকিপূর্ণ ও দূর্গম এলাকা চিহ্নিত করে বিশেষ টিকাদান কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে প্রতিটি শিশুর ওপিভি টিকা প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে হবে।

প্রয়োজনে শহর এলাকায় কর্মজীবি মহিলা/ বস্তির মা'দের শিশুর জন্য বিকালে বা সন্ধ্যায় সেশন চালু রাখতে হবে।

টিকাদান কেন্দ্রে কর্মীদের দায়িত্বঃ

জাতীয় টিকা দিবসের সফলতার জন্য একটি সুসংগঠিত টিকাদান কেন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকাল ৮ টার পূর্বেই বিতরন কেন্দ্র থেকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ও টালিফর্ম সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি টীমে মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে ৫ জন সদস্য নিম্নলিখিত কাজ সম্পাদন করবেন

(ক) ভিড় নিয়ন্ত্রণকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী অভিভাবকদের স্বাগত জানাবেন এবং একমুখী যাতায়াতের ব্যবস্থা করে ভিড় নিয়ন্ত্রণ করবেন। তিনি ৫ বছরের কম বয়সী শিশুদের বয়স যাচাই করবেন এবং একটি করে শিশুকে টিকাদানকারীর কাছে পাঠাবেন

(খ) ওপিভি টিকাদানকারী - ২ জন টিকাদানকারী/স্বেচ্ছাসেবী ৫ বছরের কম বয়সী প্রতিটি শিশুকে ২ ফোঁটা করে ওপিভি টিকা খাওয়াবেন।

ওপিভি টিকার প্রতিটি ফোঁটা মুখের ভিতর দিতে হবে; কোন শিশু যদি মুখ থেকে থুথু বা লালার সাথে টিকা বের করে দেয় তবে টিকাদানকারী/স্বেচ্ছাসেবী অবশ্যই শিশুটিকে পুনরায় ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়াবেন। ওপিভি টিকা খাওয়ানোর সময় ভায়ালটিকে একটু কাত করে ধরতে হবে।

(গ) টালিদানকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিটি শিশুকে ওপিভি টিকা প্রদানের পর টালি ফর্মের নির্দিষ্ট ঘরে টালি দিবেন।

(ঘ) উদ্বুদ্ধকারী - ১ জন স্বেচ্ছাসেবী উদ্বুদ্ধকারী হিসেবে কাজ করবেন। তিনি এলাকার মসজিদ/ধর্মীয় উপাসনালয়-এর ইমাম/ধর্মীয় নেতার সহায়তায় মাইকিং-এর ব্যবস্থা করবেন। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যমে টিকাকেন্দ্রে উদ্দিষ্ট সকল শিশুর টিকাদানের জন্য তাঁদের ভূমিকা রাখতে অনুরোধ করবেন।

উদ্বুদ্ধকারী এলাকার বাড়ি বাড়ি যেয়ে উদ্দিষ্ট শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন ওপিভি টিকা খাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন।

২১তম জাতীয় টিকা দিবসের পরে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম
"শিশু শিশু প্রতি শিশু, খুঁজে ফেরো প্রতি শিশু"

জাতীয় টিকা দিবসের আওতায় একটি উদ্দিষ্ট শিশুও যেন ওপিভি টিকা খাওয়া থেকে বাদ না যায় তা নিশ্চিত করার জন্য টিকা দিবসের পরে ক্রমাগত ৪ দিন বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে।

মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের মনে রাখতে হবে যে, প্রতিটি বাদপড়া শিশুকে খুঁজে বের করে (যাদের বাড়িঘর নেই তাদেরসহ) ওপিভি টিকা খাওয়াতে হবে। এ কারণেই এই কর্মসূচিকে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান (Child-to-Child Search) কার্যক্রম বলা হয়ে থাকে।

নিম্নে সম্ভাব্য বাদপড়া শিশু/এলাকাসমূহের উদাহরণ দেয়া হলো, যেখানে উদ্দিষ্ট শিশুরা টিকার আওতায় নাও আসতে পারেঃ

বেদে/যারা নৌকায় বাস করে	চর, হাওড় এলাকা	শরনার্থী শিবির	এতিমখানা
রাস্তার শিশু/যাদের ঘর বাড়ি নেই	ছিট-মহল	নির্মানাধীন এলাকা	পতিতালয়
পাহাড়ী জনগোষ্ঠী	চা বাগান	বস্তি, চাতাল	আবাসিক/হাই রাইজ বিল্ডিং
সীমান্তবর্তী এলাকা	হাসপাতাল	জেলখানা, কিশোর সংশোধনাগার	আবাসিক হোটেল

বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিকল্পনাঃ

গ্রাম এলাকাঃ

প্রতিদিন ওয়ার্ডের ২টি সাব-ব্লকে ৪টি টিকাদান টীম কাজ করবে। প্রতিটি টীমে কমপক্ষে ২ জন সদস্য থাকবেন; একজন ওপিভি টিকা খাওয়াবেন এবং একজন টালি ফর্ম পূরণ করবেন। এভাবে ৪ দিনে সম্পূর্ণ ওয়ার্ডের কাজ সম্পন্ন হবে। একটি টীম মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবী, আরেকটি দল শিক্ষক (যদি থাকে) এবং স্বেচ্ছাসেবীর সমন্বয়ে গঠিত হবে। প্রতিটি টীমে একটি করে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের মধ্যে কমপক্ষে ২০ ডোজ ওপিভি ভায়াল থাকবে। মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (ইপিআই) অবশ্যই আগে থেকে "ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা" ফর্ম (ফর্ম-১৩) ব্যবহার করে সাব-ব্লকে ২০ ডোজের অতিরিক্ত ওপিভি টিকা লাগবে কিনা তা নিরূপণ করবেন। প্রতিটি টীম সকাল ৮ টার মধ্যে বিতরন কেন্দ্র থেকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ও টালি ফর্ম সংগ্রহ করবেন এবং সেই দিনের জন্য নির্ধারিত সাব-ব্লকে ০-৫৯ মাস বয়সী যে সকল শিশু জাতীয় টিকা দিবসে টিকা কেন্দ্রে ওপিভি টিকা খায়নি তাদের প্রত্যেককে খুঁজে বের করে ওপিভি টিকা খাওয়াবেন।

শহর এলাকাঃ

যেহেতু শহরাঞ্চলের ওয়ার্ডসমূহ গ্রামাঞ্চলের ন্যায় ৮টি সাব-ব্লকে বিভক্ত নয় সেহেতু শহর এলাকায় ওয়ার্ড এবং জোনাল প্রশিক্ষণ বা পরিকল্পনা সভায় এনজিওকর্মী, পৌর/সিটি করপোরেশনের স্বাস্থ্যকর্মী ও অন্যান্য সংগঠনের কর্মীগণ তাঁদের কাজের এলাকা অথবা মহল্লাসমূহকে ভাগ করে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম চালাবেন। প্রতি ওয়ার্ডে কয়টি টিকাদান টীম কাজ করবে তা পৌরসভা/সিটি করপোরেশন তাঁদের নিজস্ব পরিকল্পনা সভায় নির্ধারণ করবেন।

কিভাবে বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করবেনঃ

টিকাদানকারী টীম প্রতিটি পরিবার/বাড়িতে যাবেন এবং অভিভাবকদের সালাম জানিয়ে নিজের পরিচয় দিবেন। তারপর জিজ্ঞাসা করবেন-

১. আপনার ঘরে/বাসায় নবজাতক এবং ৫ বছরের কম বয়সী কোন শিশু আছে কি?

২. উত্তর হ্যাঁ হলে, জিজ্ঞাসা করুন- শিশু কি এ সপ্তাহের জাতীয় টিকা দিবসে (শনিবার) ওপিভি টিকা খেয়েছে?
যদি উত্তর "হ্যাঁ" হয় তাহলে ভালভাবে যাচাই করে নিশ্চিত হবেন সত্যিই শিশুটি টিকা পেয়েছে এরপর অভিভাবককে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য বাড়িতে যান। যদি উত্তর "না" হয় তাহলে শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়ান।

৩. আর যদি ১ নম্বর প্রশ্নের উত্তর "না" হয় এবং শিশুটি বাসায় না থাকে তাহলে বাড়ি/বাড়িগুলোর নম্বর (জিআর নং) বা বাড়ির মালিকের নাম, ঠিকানা টালি ফর্মের ডানদিকের নিচের ঘরে লিখুন এবং শিশুটিকে পরের দিন বাড়িতে থাকার জন্য অভিভাবককে অনুরোধ করুন। বাদপড়া শিশুটিকে ওপিভি টিকা খাওয়ানোর জন্য এ রকম বাড়ি/বাড়িগুলো পরের দিন তদারককারীগণ পূনঃপরিদর্শন করবেন।

৪. প্রযোজ্য ক্ষেত্রে শিশুকে সময়মত অন্যান্য টিকা দেয়ার জন্য নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসার কথা অভিভাবককে বলুন। তারপর অভিভাবককে ধন্যবাদ দিয়ে অন্য বাড়িতে যান।

কিভাবে বাড়িতে চিহ্ন দিতে হবেঃ

বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাড়ি/ বাড়িগুলোতে চকের সাহায্যে ঐ দিনের পরিদর্শনের তারিখ লিখতে হবে যদিঃ

(ক) উক্ত বাড়ির কোন ৫ বছরের কম বয়সী শিশু জাতীয় টিকা দিবসে ওপিভি টিকা প্রাপ্তি থেকে বাদ না যায় অথবা বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাদপড়া শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়ানো হয়

(খ) যদি বাড়িতে ৫ বছরের কম বয়সী কোন শিশু না থাকে

বাড়ি পরিদর্শনের সময় বাড়ি /বাড়িগুলোতে চক দ্বারা কোন তারিখ লিখবেন না যদিঃ

(ক) বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের সময় তালাবদ্ধ/বন্ধ বাড়ি বা সেই মুহুর্তে বাড়িতে কোন লোক নেই এবং প্রতিবেশীরাও তাদের সংবাদ দিতে পারছেন না

(খ) বাড়িতে লোকজন আছে কিন্তু যে শিশুটি জাতীয় টিকা দিবসে টিকা খাওয়া থেকে বাদ পড়েছে সে শিশুটি সেই সময় বাড়িতে নেই

■ অধ্যায় ৩ঃ ক্যাম্পেইন কর্মকান্ডের ধাপ সমূহ

ক) ক্যাম্পেইন পূর্ব প্রস্তুতি

প্রশিক্ষণঃ

জেলা/সিটি করপোরেশনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষকগণ উপজেলা/জোন/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা পর্যায়ে মাঠকর্মী ও তদারককারীদের প্রশিক্ষণ পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রশিক্ষণ দেবেন। মাঠকর্মী ও তদারককারীদের প্রশিক্ষণ পৃথক ব্যাচে করতে হবে। স্বেচ্ছাসেবীদের ওরিয়েন্টেশন ওয়ার্ড পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে। যদি তদারককারীদের একাধিক ব্যাচ হয়, সেক্ষেত্রে যে সকল তদারককারী ওয়ার্ড পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবীদের ওরিয়েন্টেশন দেবেন তাদের প্রশিক্ষণ একই ব্যাচে করতে হবে।

প্রশিক্ষণের মূল বিষয় হবে- রেজিস্ট্রেশন, মাইক্রোপ্ল্যানিং, আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ, যোগাযোগের জন্য পোস্টার, লিফলেটের ব্যবহার, ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সামগ্রীর ব্যবস্থাপনা, সেশন সংগঠন ও পরিচালনা, যোগাযোগের মাধ্যমে স্থানীয় ইমাম, শিক্ষক ও এনজিও কর্মীগণের সমর্থন আদায়, মসজিদ/উপাসনালয়ের মাইকের যথাযথ ব্যবহার (বিশেষভাবে এলাকায় সেশনের আগের দিন ও সেশনের দিন), বর্জ্য ও AEFI ব্যবস্থাপনা, তদারকি, রিপোর্টিং ইত্যাদি।

রেজিস্ট্রেশনঃ

মাঠ কর্মী স্বেচ্ছাসেবীগণকে নিয়ে ক্যাম্পেইনের অন্ততঃ ১ মাস আগে থেকে তার নিজ এলাকার **শিক্ষা প্রতিষ্ঠান*** এবং বাড়ি বাড়ি যেয়ে শিশু রেজিস্ট্রেশন করবেন। রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ব্যবহার করে কর্মী তাঁর এলাকার প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৫ বছরের কম বয়সী মোট কতজন শিশু আছে তা আলাদাভাবে লিখে আনবেন। একই রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ব্যবহার করে কর্মী নিজ কর্ম এলাকার বাড়ি বাড়ি যেয়ে রেজিস্ট্রেশন ফর্ম পূরণ করবেন এবং বয়স অনুযায়ী ০-৫৯ মাস এবং ৯ মাস-১৫ বছরের কম বয়সী মোট কতজন শিশু আছে তা লিখবেন। এর মাধ্যমে এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও নিয়মিত কেন্দ্রের উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা নির্ধারন করবেন। কর্মী/স্বেচ্ছাসেবী নির্দিষ্ট দিনে টিকাদান কেন্দ্রে টিকা গ্রহণের জন্য শিশুকে নিয়ে উপস্থিত হতে পিতা-মাতা/অভিভাবককে অনুরোধ করবেন। একই সাথে অভিভাবকদের অবহিত করবেন যে, বাদপড়া শিশু ক্যাম্পেইন চলাকালীন শুক্রবার ব্যতীত যে কোনো টিকাদানকেন্দ্র/স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে। স্থায়ী কেন্দ্র শুক্রবার ব্যতীত প্রতিদিনই খোলা থাকবে। ঐ এলাকার তদারককারী এই রেজিস্ট্রেশন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন এবং এর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন।

*শিক্ষা প্রতিষ্ঠান: কিন্ডারগার্টেন, ডে-কেয়ার সেন্টার, প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, উচ্চ বিদ্যালয়, মাদ্রাসা, মক্তব, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এতিমখানা/অনাথ আশ্রম, শিশু আশ্রমসহ যে সব প্রতিষ্ঠানে শিশুরা লেখাপড়া করে।

শিশু পূর্বে এমআর বা হামের টিকা পেয়ে থাকলে অথবা হাম বা রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয়ে থাকলেও, ঐ বয়সের সকল শিশুদের ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা দেওয়া হবে

মাইক্রোপ্ল্যানিংঃ

ক্যাম্পেইন শুরুর কমপক্ষে ৩ সপ্তাহ পূর্বে ওয়ার্ড ভিত্তিক মাইক্রোপ্ল্যান তৈরি করতে হবে। মোট ৪ ধরনের 'মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম' ব্যবহার করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে-

১) কর্ম এলাকায় (ওয়ার্ড ভিত্তিক) কতগুলো শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আছে তার সংখ্যা, নাম এবং উদ্দিষ্ট বয়সের কতজন শিশু(ছাত্র/ছাত্রী) আছে তা নির্ধারন করে 'মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-১(শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকাদান কেন্দ্র)' পূরণ করতে হবে এবং ম্যাপে চিহ্নিত করতে হবে

২) কর্ম এলাকায় কতগুলো নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র আছে তার সংখ্যা, নাম এবং উদ্দিষ্ট বয়সের কত শিশু আছে তা নির্ধারন করে 'মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-২ (নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র)' পূরণ করতে হবে এবং ম্যাপে চিহ্নিত করতে হবে

৩) এলাকায় ঝুঁকিপূর্ণ/দূর্গম এলাকার শিশু থাকলে তা উল্লেখ করতে হবে এবং প্রয়োজনে অতিরিক্ত কেন্দ্রের জন্য 'মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৩ (অতিরিক্ত কেন্দ্র/ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির জন্য টিকাদানকারী টীম)' পূরণ করতে হবে এবং ম্যাপে চিহ্নিত করতে হবে

৪) প্রতিটি কেন্দ্রের জন্য কি পরিমান টিকা ও আনুসঙ্গিক সরঞ্জাম লাগবে তা হিসাব করে সংশ্লিষ্ট মাইক্রোপ্ল্যানিং ফর্মে লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং কর্তৃপক্ষকে জানাতে হবে (যা জাতীয় পর্যায়ে মাইক্রোপ্ল্যানিং এর অন্তর্গত হবে)

৫) নিয়মিত এবং অতিরিক্ত টিকাদান কেন্দ্রের তালিকা করে প্রতি কেন্দ্রে কোন কোন টিকাদানকারী, স্বেচ্ছাসেবী এবং তদারককারী থাকবেন তাদের নাম লিপিবদ্ধ করতে হবে এবং তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে

৬) ইউনিয়ন/ সিসি ওয়ার্ড/ পৌর ওয়ার্ডের মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-১,২,৩ এর তথ্যাদি সংকলন করে 'মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ (জেলা/উপজেলা/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জোন) সংকলন ফর্ম' পূরণ করে উপজেলা/জেলা/পৌরসভা/সিসি ওয়ার্ড/জোন/সিটি করপোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করতে হবে

৭) সংগৃহীত তথ্যাদির সমন্বয়ে প্রতি কেন্দ্রের নির্দিষ্ট তারিখ অনুযায়ী টিকা ও অন্যান্য সামগ্রীর সরবরাহ, কোন পোর্টার কোথায় সরবরাহ করবেন, কে তদারকি করবেন ইত্যাদি তথ্য 'ক্যাম্পেইন ফর্ম-৭' (দৈনিক ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক বিতরন ফর্ম)-এ লিপিবদ্ধ করতে হবে।

এই কাজগুলি উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা বা তার মনোনিত প্রতিনিধির প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে সংশ্লিষ্ট তদারককারীগণ, মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (ইপিআই), মাঠকর্মী, স্বেচ্ছাসেবী সকলের সমন্বয়ে করতে হবে। সিটি করপোরেশন এবং পৌর এলাকায় একইভাবে ইপিআই সংশ্লিষ্ট সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ সমন্বিতভাবে এই কাজগুলি সম্পন্ন করবেন।

আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগঃ

মাঠকর্মী, তদারককারী ও স্বেচ্ছাসেবীগণ ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার অন্ততঃ ২ সপ্তাহ আগে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ শুরু করবেন। শিশুর মাতা-পিতা, অভিভাবক, জনপ্রতিনিধি, গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ, শিক্ষক, সাংবাদিক, ইমাম, পুরোহিত ও অন্যান্য ধর্মীয় নেতৃবৃন্দ, গ্রামপুলিশ, আনসার-ভিডিপি ইত্যাদি সকলের সাথে আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে ক্যাম্পেইনের তথ্য আদান প্রদান এবং সকলের সহযোগিতা নিশ্চিত করবেন। ঐ এলাকার দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারককারী আন্তঃব্যাক্তিক যোগাযোগ কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণের পাশাপাশি মাঠকর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীগণের কার্যক্রমে সহায়ক তদারকি করবেন।

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তাঃ

- হাম ও রুবেলা মারাত্মক সংক্রামক রোগ।
- হামের কারণে নিউমোনিয়া, ডায়রিয়া, এনকেফালাইটিস, অন্ধত্ব, কান পাকা এবং পঙ্গুত্ব ইত্যাদি হতে পারে। এমনকি শিশুর মৃত্যুও হতে পারে
- রুবেলার কারণে শিশুর জন্মগত ত্রুটি হতে পারে যা কন্‌জেনিটাল রুবেলা সিনড্রোম (সিআরএস) নামে পরিচিত
- হাম ও রুবেলা রোগের কোন নির্দিষ্ট চিকিৎসা নাই কিন্তু এই রোগ প্রতিরোধে কার্যকর এবং নিরাপদ টিকা আছে
- হাম দূরীকরণ ও রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্যে এবং পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখতে বাংলাদেশ সরকার নিয়মিত টিকাদানের পাশাপাশি আগামী ২-২১ নভেম্বর ২০১৩ (১৮ কার্তিক-৭ অগ্রহায়ণ ১৪২০) সারা দেশব্যাপী "হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকাদিবস" পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- তিন সপ্তাহ ব্যাপী (শুক্রবার ব্যতীত) এই ক্যাম্পেইনে ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কমবয়সী সকল শিশুকে ১ ডোজ এমআর টিকা দেওয়া হবে এবং ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে
- যেসব শিশু পূর্বে এমআর বা হামের টিকা পেয়েছে অথবা হাম বা রুবেলা রোগে আক্রান্ত হয়েছে, সেসব শিশুদেরও ক্যাম্পেইনে এমআর টিকা দেওয়া হবে
- ৯ মাসের কমবয়সী এবং ১৫ বছরের বেশী বয়সের শিশুদের এই ক্যাম্পেইনে কোনভাবেই এমআর টিকা দেয়া যাবে না

ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট দিনে কোনো শিশু এমআর এবং ওপিভি টিকা পাওয়া থেকে বাদ পড়লে ক্যাম্পেইন চলাকালীন যে কোনো নিয়মিত অস্থায়ী বা স্থায়ী টিকাদান কেন্দ্র থেকে টিকা নিতে পারবে

মনে রাখবেন, আপনার এলাকার কোনো একটি শিশু পোলিও টিকা না খেয়ে থাকলে সে এবং অন্যরা পোলিও রোগে আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকির মধ্যে থেকেই যাবে, অদ্রূপ কোনো শিশু এমআর টিকা না পেলে অন্যরাও তার মতো হাম ও রুবেলা রোগের ঝুঁকি থেকে মুক্ত থাকবে না।

**সময়মত টিকা নিন, হাম ও রুবেলা রোগ প্রতিরোধ করুন
এবং বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত রাখুন**

২১তম জাতীয় টিকা দিবস-এর জন্য যোগাযোগের মূল বার্তাঃ

- পোলিওমুক্ত অবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে সরকার ২১তম জাতীয় টিকা দিবস আগামী ২১ ডিসেম্বর ২০১৩ (৭ পৌষ ১৪২০) সারা দেশব্যাপী পরিচালনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে
- জাতীয় টিকা দিবসে ৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকে ২ ফোঁটা ওপিভি টিকা খাওয়ানো হবে
- আপনি যেখানেই থাকুন না কেন দেশের যে কোন টিকাদান কেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়াতে পারবেন
- ভ্রমনে থাকাকালীন সময়েও আপনি রেল ষ্টেশন, বাস ষ্ট্যান্ড, বিমানবন্দর ও লঞ্চ টার্মিনালে অবস্থিত টিকাদানকেন্দ্র অথবা স্থানীয় যে কোন টিকাদানকেন্দ্র থেকে আপনার শিশুকে ওপিভি টিকা খাওয়াতে পারবেন
- মনে রাখবেন, যদি আপনার এলাকার একটি শিশু ওপিভি টিকা না খায় তবে তার পোলিও আক্রান্ত হওয়ার ঝুঁকি থেকেই যাবে। তাই অবহেলিত এবং কর্মজীবি মায়ের শিশুর প্রতি বিশেষ খেয়াল রাখতে হবে
- ওপিভি টিকার অতিরিক্ত ডোজ শিশুর শরীরে কোন ক্ষতি করে না

সকলের সার্বিক সহযোগিতা অব্যাহত থাকলে আমরা অবশ্যই বাংলাদেশ পোলিওমুক্ত রেখে আগামী প্রজন্মকে এ রোগের সংক্রমণ থেকে রক্ষা করতে পারবো ইনশাল্লাহ্। তাই আসুন সকলের সক্রিয় অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশে পোলিও মুক্ত অবস্থা বজায় রাখি।

আপনার এলাকার কোন শিশু যেন ওপিভি টিকা নেয়া থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করুন এবং এ ব্যাপারে মাঠ কর্মীদের সহযোগীতা করুন।

বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত রাখুন

আপনি এবং অন্যরা কিভাবে ক্যাম্পেইনে সাহায্য করতে পারেন-

- আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের মাধ্যমে একে অন্যকে ক্যাম্পেইন বার্তা পৌঁছাতে পারেন।
- নিজের বাড়িতে বসবাসকারী এবং প্রতিবেশীর প্রতিটি উদ্দিষ্ট শিশুকে টিকা দিতে নিয়ে আসতে পারেন।
- স্বেচ্ছাসেবী হিসাবে শিশু রেজিস্ট্রেশন, সেশন সংগঠন, সুশৃংখল ভাবে ভিড় নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদিতে সাহায্য করতে পারেন।
- বাদপড়া শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে আনতে সাহায্য করতে পারেন।
- টিকা পরবর্তী কোন অসুবিধা হলে শিশুকে সাথে সাথে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে আনতে সহায়তা করতে পারেন।

মাইকিংঃ

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩-এর জন্য ভ্যান/রিক্সা/নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে মাইকিং করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়ন এবং শহর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে প্রতি সপ্তাহে ২ দিন করে মোট ৬ দিন ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট এলাকায় মাইকিং করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ করে অতিরিক্ত মাইকিং করা যেতে পারে। স্থানীয় ভাবে স্বেচ্ছাসেবীগণ ক্যাম্পেইন এর বার্তা পৌঁছানোর জন্য মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের মাইক ব্যবহারের জন্য ইমাম সাহেব/অন্য ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা চাইবেন এবং ক্যাম্পেইনের আগের দিন ও ক্যাম্পেইনের দিন বার্তা পৌঁছাতে সহায়তা করতে অনুরোধ করবেন। তাছাড়া প্রতিদিন নামাজ শেষে, জুমার নামাজের সময় সকল উদ্দিষ্ট শিশুদের ক্যাম্পেইন-এ হাম-রুবেলা (এমআর) টিকা এবং ওপিভি টিকা নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইমাম সাহেবদেরকে অনুরোধ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (শহর এলাকায়) তদারককারীগণ এই কার্যক্রম সংগঠনে সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

জাতীয় টিকা দিবসের (২১ ডিসেম্বর ২০১৩)-এর জন্য ভ্যান/রিক্সা/নৌকা ইত্যাদির মাধ্যমে মাইকিং করতে হবে। উপজেলা পর্যায়ে প্রতি ইউনিয়ন এবং শহর এলাকায় প্রতি ওয়ার্ডে কমপক্ষে ২ দিন ক্যাম্পেইনের নির্দিষ্ট এলাকায় মাইকিং করতে হবে। এছাড়া স্থানীয় পর্যায়ে তহবিল সংগ্রহ করে অতিরিক্ত মাইকিং করা যেতে পারে। স্থানীয় ভাবে স্বেচ্ছাসেবীগণ ক্যাম্পেইন এর বার্তা পৌঁছানোর জন্য মসজিদ ও অন্যান্য উপাসনালয়ের মাইক ব্যবহারের জন্য ইমাম সাহেব/অন্য ধর্মীয় নেতাদের সহযোগিতা চাইবেন এবং ক্যাম্পেইনের আগের দিন ও ক্যাম্পেইনের দিন বার্তা পৌঁছাতে সহায়তা করতে অনুরোধ করবেন। তাছাড়া প্রতিদিন নামাজ শেষে, জুমার নামাজের সময় সকল উদ্দিষ্ট শিশুদের ক্যাম্পেইন-এ ওপিভি টিকা নিতে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য ইমাম সাহেব/অন্যান্য ধর্মীয় নেতাদের অনুরোধ করতে হবে। ইউনিয়ন/ওয়ার্ড (শহর এলাকায়) তদারককারীগণ এই কার্যক্রম সংগঠনে সার্বিক দায়িত্বে থাকবেন।

যোগাযোগ সামগ্রীর ব্যবহারঃ

পোস্টারঃ কর্মী, স্বেচ্ছাসেবী, তদারককারীগণ প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন পরিষদ, বাজার, হাসপাতাল, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সকল জনগুরুত্বপূর্ণ অফিস এবং জনসমাগমস্থলে পোস্টার লাগানোর ব্যবস্থা করবেন।

ব্যানারঃ কর্মী এবং তদারককারীগণ হাসপাতাল, উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, সিটি করপোরেশন কার্যালয়, পৌরসভা কার্যালয়, উপজেলা পরিষদ কার্যালয়সহ অন্যান্য জনসমাগমস্থলে ব্যানার টানানোর ব্যবস্থা করবেন।

প্ল্যানারঃ কর্মী এবং তদারককারীগণ টিকাদানের তারিখ ও বারসহ নির্দিষ্ট এলাকাভিত্তিক টিকাকেন্দ্রের নাম ও ঠিকানা সরবরাহকৃত প্ল্যানারে লিখবেন। লিখিত এই প্ল্যানার উক্ত নির্দিষ্ট এলাকার কমিউনিটি ক্লিনিক এবং জনসমাগমস্থলে লাগানোর ব্যবস্থা করবেন।

ফ্যাক্ট শীট ও ফোল্ডারঃ ক্যাম্পেইন বার্তা জানানো এবং আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের জন্য সাধারন লিফলেট, চিকিৎসা পেশাজীবি, নীতি নির্ধারক ও স্থানীয় নেতৃবৃন্দ, সাংবাদিকবৃন্দ এবং শিক্ষক/শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিদের জন্য পৃথক ফ্যাক্ট শীট তৈরি করা হয়েছে। আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগ এবং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের জন্য প্রয়োজন অনুযায়ী সকল ফ্যাক্ট শীট বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে। পাশাপাশি ক্যাম্পেইন সংক্রান্ত সকল সভায় নির্দেশনামত ক্যাম্পেইন ফোল্ডার এবং অংশগ্রহণকারী অনুযায়ী নির্দিষ্ট ফ্যাক্ট শীট বিতরণ নিশ্চিত করতে হবে।

স্থানীয় ব্যবস্থাপনায় ক্যাবল নেটওয়ার্ক, সিনেমা হল, মসজিদ ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন বিষয়ক প্রচারনা চালাতে হবে। এছাড়াও ইপিআই সদর দপ্তর থেকে সরবরাহকৃত ক্যাম্পেইন তথ্য সম্বলিত অডিও/ভিডিও ক্যাসেট জেলা তথ্য অফিসারের মাধ্যমে প্রচারের ব্যবস্থা নিশ্চত করতে হবে।

খ) ক্যাম্পেইন পরিচালনাঃ

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ চলাকালীন সেশনে করনীয় কাজ সমূহঃ

- সেশন শুরুর আগেই টীমের কার কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করতে হবে
- টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮টার আগে উপস্থিত হয়ে মনি পতাকা টানাতে হবে। টিকাদান টেবিল ছায়াযুক্ত স্থানে রেখে মনি টেবিল কভার বিছাতে হবে
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে। সেফ্টি বক্স তৈরি করে প্রথমেই কর্মীর নাম ও ব্যবহারের তারিখ লিখে রাখতে হবে
- টালি ফর্মের উপরের এবং নিচের প্রয়োজনীয় অংশ পূরণ করতে হবে
- একজন স্বেচ্ছাসেবী/কর্মীকে সেশন শুরু হওয়ার পূর্বে স্থানীয় মসজিদ/উপাসনালয়ে মাইকিং এর ব্যবস্থা করতে হবে
- টেবিলের একদিকে টিকাদানকারীগণ বসবেন এবং টালিদানকারী এমনভাবে বসবেন যাতে প্রতিটি টিকাদান সম্পন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করে টালিফর্মে টালিচিহ্ন দিতে পারেন
- টিকাদান শুরু করার পূর্বে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- টিকাদানকারীগণ এমআর এবং/ওপিভি ভায়াল ব্যবহারের জন্য খোলার পূর্বে ভিভিএম ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি এমআর টিকার ভায়াল সংমিশ্রণ করতে হবে এবং ১টি ভায়ালের ভ্যাকসিন সম্পূর্ণ শেষ হলে পরবর্তী ভায়াল সংমিশ্রণ করতে হবে
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি ওপিভি টিকার ভায়াল বের করতে হবে
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার থেকে একটি জমানো আইসপ্যাক বের করে টেবিলে রেখে সংমিশ্রিত এমআর টিকার ভায়াল ও ওপিভি টিকা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) আইসপ্যাকের উপর রাখতে হবে। এক্ষেত্রে সরবরাহকৃত অতিরিক্ত আইসপ্যাকগুলো আগে ব্যবহার করতে হবে
- যখন খুব ভিড় থাকে, প্রত্যেক টিকাদানকারী প্রয়োজনে একটি করে ভায়াল সংমিশ্রণ করতে পারেন, তবে আইসপ্যাক একটিই বের করতে হবে। ভিড় কম থাকলে শুধুমাত্র একটি ভায়ালই খুলতে হবে
- টেবিলে রাখা আইসপ্যাকটি সম্পূর্ণ গলে গেলে নতুন আর একটি আইসপ্যাক বের করতে হবে। ব্যবহৃত আইসপ্যাক ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ঢুকানো যাবে না
- এমআর টিকাপ্রাপ্ত প্রতিটি শিশুকে টিকাপ্রাপ্তির পর কমপক্ষে আধাঘন্টা কেন্দ্রে থাকতে বলতে হবে
- উদ্দিষ্ট শিশুর অভিভাবকদের ২১তম জাতীয় টিকা দিবসের তারিখ (২১ ডিসেম্বর) জানাতে হবে
- ভিড় কমে গেলে টীমের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী রেজিস্ট্রেশন তালিকা দেখে বাদপড়া শিশুদের বাড়ি বাড়ি গিয়ে টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসতে হবে। কোন শিশুই যেন টিকা পাওয়া থেকে বাদ না পড়ে তা নিশ্চিত করতে হবে

- বিকেল ৩ টায় সেশন শেষে ব্যবহৃত আইসপ্যাকগুলোকে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের ভিতর (যদি অব্যবহৃত ভায়াল না থাকে) ঢুকিয়ে টালি ফর্ম, সুপারভাইজার চেকলিস্ট, পূর্ণ সেফ্‌টি বক্স ও অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন ব্যাগ পোর্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠাতে হবে

প্রতিদিন সকাল ৮টা থেকে বিকাল ৩টা পর্যন্ত টিকাদান কার্যক্রম চলবে। টিকাদান কর্মী বিকাল ৪ টা পর্যন্ত টিকাদান কেন্দ্রে অবস্থান করবেন। তবে টিকাদানকারী শেষ টিকা দেয়ার পর একঘন্টা পর্যন্ত কেন্দ্রে অবশ্যই অপেক্ষা করবেন।

সেশনে অবশ্যই করনীয় কাজ সমূহ

১। পূরণকৃত রেজিস্ট্রেশন ফরম সেশনে রাখতে হবে

২। একজন স্বেচ্ছাসেবী/কর্মী সেশন শুরু হওয়ার পূর্বে এলাকার মসজিদ/উপাশনালয়ে গিয়ে মাইকিং এর ব্যবস্থা করবেন

৩। ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে

৪। যখন খুব ভিড় থাকে-প্রত্যেক টিকাদানকারী প্রয়োজনে একটি করে ভায়াল সংমিশ্রণ করতে পারেন, তবে ভিড় কম থাকলে শুধুমাত্র একটি ভায়ালই সংমিশ্রণ করতে হবে

ক্যাম্পেইন-এ টিকার ঘাটতি পূরণঃ

মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (ইপিআই)/স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঘাটতি পূরণ করার জন্য **হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন-**এ অতিরিক্ত ১০ ডোজের এমআর ভায়াল এবং ২০ ডোজের ওপিভি ভায়াল ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে বা সাব সেন্টারে পাঠাবেন যা সাব ষ্টোর হিসেবে ব্যবহৃত হবে। স্বাস্থ্যকর্মী/স্বেচ্ছাসেবীগণকে জানিয়ে রাখতে হবে যে, ভ্যাকসিনের স্বল্পতা দেখা দিলে তা কোন্ সাব ষ্টোর থেকে সংগ্রহ করা যাবে। তাদেরকে ভ্যাকসিন সংগ্রহের জন্য আইসপ্যাকসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার নিয়ে আসতে হবে। দিনের শেষে পোর্টারের মাধ্যমে অব্যবহৃত ও আংশিক ব্যবহৃত ভায়ালসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স/জোন/ওয়ার্ড/পৌরসভার ইপিআই স্টোরে ফেরত নিয়ে আসতে হবে।

ওপিভি ভ্যাকসিন অপচয় রোধে মাল্টিডোজ ভায়াল পলিসি অনুসরণ করতে হবে। মেডিকেল টেকনোলোজিষ্ট (ইপিআই)/স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি অব্যবহৃত ও আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়াল সাথে সাথে আলাদাভাবে আইএলআর-এ রেখে যথাযথভাবে সংরক্ষণ করবেন। আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়ল পরবর্তী টিকাদান সেশনে বা 'বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম'-এ সরবরাহ ও ব্যবহার নিশ্চিত করে টিকার অপচয় রোধ করবেন।

যে সকল শর্তে টিকা কেন্দ্রে আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়াল পুনরায় ব্যবহার করা যাবে-

১। ভায়াল মেয়াদোত্তীর্ণ না হয়ে থাকলে

২। সঠিক তাপমাত্রায় ভায়াল সংরক্ষণ করা হয়ে থাকলে

৩। ভিভিএম-এর ভিতরের চৌকোণার রং বাইরের বৃত্তের রং-এর চেয়ে হালকা থাকলে

৪। ওপিভি ভায়াল পানিতে নিমজ্জিত না হলে

২১তম জাতীয় টিকাদিবস চলাকালীন সেশনে করনীয় কাজ সমূহঃ

- টিকাদান কেন্দ্রে সকাল ৮ টার আগে উপস্থিত হয়ে মনি পতাকা টানাতে হবে
- টিকাদান টেবিল ছায়াযুক্ত স্থানে রাখতে হবে
- সেশন শুরুর আগেই দলের কার কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করতে হবে
- টালি ফর্মের উপরের এবং নিচের প্রয়োজনীয় অংশ পূরণ করতে হবে
- কেন্দ্রের আশেপাশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে, মা/বাবাকে শিশুদের সাথে থেকে টিকা গ্রহণে সহায়তা করতে অনুরোধ করতে হবে
- একজন স্বেচ্ছাসেবী সেশনের পূর্বে মসজিদ মাইকিং এর ব্যবস্থা করবেন। দুপুরে ভিড় কমে গেলে একই কাজ তিনি আবার করবেন
- টেবিলের একদিকে টিকাদানকারীগণ বসবেন এবং টালিদানকারী এমনভাবে বসবেন যাতে প্রতিটি টিকাদান সম্পন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করে টালিফর্মে টালিচিহ্ন দিতে পারেন

- টিকাদান শুরু করার পূর্বে ভাল করে সাবান দিয়ে হাত ধুয়ে নিতে হবে
- সেশনে উদ্দিষ্ট শিশু এলে একটি ওপিভি টিকার ভায়াল বের করতে হবে
- টিকাদানকারীগণ ওপিভি ভায়াল ব্যবহারের জন্য খোলার পূর্বে ভিভিএম ও মেয়াদোত্তীর্ণ তারিখ ঠিক আছে কিনা তা দেখবেন
- স্বেচ্ছাসেবীগণ একমুখি যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে শিশুদের সারিবদ্ধভাবে এক জন করে প্রতি জন টিকাদানকারীর কাছে টিকা নেয়ার জন্য পাঠাবেন
- ভিড় কমে গেলে টীমের ১ জন স্বেচ্ছাসেবী বাড়ি বাড়ি যেয়ে বাদপড়া শিশুদের টিকাদান কেন্দ্রে নিয়ে আসবেন। কোন শিশুই যেন টিকা পাওয়া থেকে বাদ না পড়ে সে জন্য বিশেষ ব্যবস্থা নিবেন
- বিকেল ৪ টায় সেশন শেষে অব্যবহৃত/আংশিক ব্যবহৃত ওপিভি ভায়ালসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার, টালি ফর্ম, সুপারভাইজার চেকলিস্ট ও অন্যান্য বর্জ্য পরিবহন ব্যাগ পোর্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠাতে হবে

কোল্ড চেইন এবং ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সামগ্রী বিতরনঃ

ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সামগ্রী ইপিআই সদর দপ্তর থেকে সরাসরি জেলা এবং সিটি করপোরেশনে পাঠানো হবে। জেলা এবং সিটি করপোরেশন থেকে চাহিদা অনুযায়ী উপজেলা/পৌরসভা/জোন/সিটি করপোরেশনে ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সামগ্রী পাঠানো হবে। এমটি-ইপিআই/ইপিআই স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা সুপারভাইজার প্রতিদিন সকালে সরবরাহ পরিকল্পনা অনুযায়ী ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে জমানো চারটি আইসপ্যাক সহযোগে ক্যারিয়ার প্রস্তুত করবেন। একটি ক্যারিয়ারে কমপক্ষে ২৫টি এমআর ভায়াল এবং ২৫টি ডাইলুয়েন্ট রাখা যায়। প্রতি কেন্দ্রে লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী একটি জীপলক ব্যাগ/মোটা কাগজে এমআর ভ্যাকসিন ও ডাইলুয়েন্ট এবং ওপিভি ভায়াল নিয়ে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের ঢাকনা বন্ধ করতে হবে। এখানে উল্লেখ্য যে ডাইলুয়েন্ট এবং এমআর ভায়ালের তাপমাত্রায় সমতা আনার জন্য আগের দিন সন্ধ্যায় প্রয়োজনীয় ডাইলুয়েন্টগুলোকে আইএলআর-এ +২° থেকে +৮° সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় রাখতে হবে। তবে ডাইলুয়েন্ট কখনও জমানো যাবে না।

ক্যাম্পেইনের দিন উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী-

- শুধুমাত্র ৪টি আইসপ্যাক সম্বলিত বড় ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে এমআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ডাইলুয়েন্ট একইসাথে দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে ডাইলুয়েন্ট ২টি আইসপ্যাক সম্বলিত ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে দিতে হবে
- ছোট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ওপিভি টিকা দিতে হবে
- ছোট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে অতিরিক্ত ২টি আইসপ্যাক দিতে হবে

এমটি-ইপিআই/ইপিআই স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সুপারভাইজারগণকে নির্ধারিত পোর্টাররা সহযোগিতা করবেন।

প্রতি ইউনিয়নে ১ জন এবং পৌরসভার প্রতি ওয়ার্ডে ১ জন পোর্টার নির্ধারিত করে দিতে হবে। পোর্টারগণ প্রতিদিন ভোরে ঐ দিনের নির্দিষ্ট কেন্দ্রগুলোর জন্য ভ্যাকসিন ও অন্যান্য মালামাল নিয়ে প্রতিটি কেন্দ্রে সকাল ৮টার মধ্যে পৌঁছে দেবেন এবং বিকেল ৪টার পর কেন্দ্র থেকে সমস্ত মালামাল এবং বর্জ্য সামগ্রী সংগ্রহ করে এমটি-ইপিআই/ইপিআই স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সুপারভাইজারদের নিকট ফেরত নিয়ে আসবেন। একই সাথে তদারককারীগণের জন্য অতিরিক্ত ইনজেকশন সামগ্রী, টিকা ও ডাইলুয়েন্টসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে রাখতে এবং নিয়ে আসতে হবে। এমটি-ইপিআই/ইপিআই স্টোরের দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি/সুপারভাইজারগণ পোর্টারদের সহযোগিতায় (তাপমাত্রা ঠিক থাকলে) ব্যবহারযোগ্য অব্যবহৃত এমআর ভায়াল এবং আংশিক/অব্যবহৃত ওপিভি টিকার ভায়ালগুলো চিহ্ন দিয়ে আগে আইএলআর/ফ্রিজারে আলাদা ভাবে রাখবেন, যা পরবর্তী দিন প্রথমেই ব্যবহারের জন্য পাঠাতে হবে। আইসপ্যাকগুলো পরিষ্কার করে জমানোর জন্য ফ্রিজে রাখতে হবে এবং পরবর্তী দিনের পরিকল্পনা করতে হবে।

আইসপ্যাক প্রস্তুত ও বিতরনঃ

ক্যাম্পেইন শুরুর আগে থেকেই প্রতিদিনের প্রয়োজনীয় আইসপ্যাকের সংখ্যা, সর্বমোট আইসপ্যাকের সংখ্যা, ডিপ ফ্রিজের সংখ্যা ও আইসপ্যাক জমানোর সক্ষমতা বিবেচনা করে সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা করতে হবে। প্রতিদিনের ব্যবহৃত আইসপ্যাক পরবর্তী ব্যবহারের আগে সম্পূর্ণ জমাট বাধার জন্য কমপক্ষে ১২ ঘন্টা সময় পর্যন্ত বিবেচনায় রাখতে হবে।

ক্যাম্পেইন শুরু হওয়ার কমপক্ষে এক সপ্তাহ আগে ফ্রিজারসমূহ পরিষ্কার করে পর্যায়ক্রমে সব আইসপ্যাক জমানো শুরু করতে হবে। জমানোর পূর্বে প্রতিটি আইসপ্যাকের গায়ে চিহ্নিত নির্দিষ্ট দাগ বরাবর পানি ভরে নিতে হবে। ভালভাবে জমানোর জন্য আইসপ্যাকগুলোকে ফ্রিজের ভিতরে সামান্য কাত করে সারিবদ্ধভাবে এমনভাবে রাখতে হবে যেন সারিগুলোর মধ্যে বাতাস চলাচল করতে পারে। প্রয়োজনে জমানো

আইসপ্যাক কোল্ড বক্সে সংরক্ষণ করা যাবে, তবে এই সংরক্ষিত আইসপ্যাকগুলোকে আগে ব্যবহার করতে হবে। কেন্দ্র থেকে ফেরত আসা ব্যবহৃত আইসপ্যাকগুলোতে যদি গায়ে চিহ্নিত নির্দিষ্ট দাগ বরাবর পানি না থাকে তবে প্রয়োজনমত পানি ভরে ফ্রিজে জমানোর জন্য একই নিয়মে সংরক্ষণ করতে হবে তবে এই আইসপ্যাকগুলোকে পূর্বের জমানো আইসপ্যাকগুলো থেকে আলাদা সারিতে রাখতে হবে।

মনে রাখবেন,
শুধুমাত্র ৪টি আইসপ্যাক সম্বলিত বড় ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে এমআর ভ্যাকসিন দিতে হবে। সম্ভাব্য ক্ষেত্রে ডাইলুয়েন্ট একইসাথে দেয়া যেতে পারে। প্রয়োজনে ডাইলুয়েন্ট ২টি আইসপ্যাক সম্বলিত ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে নিতে হবে। ছোট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে ওপিভি টিকা দিতে হবে। ছোট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারে অতিরিক্ত ২টি আইসপ্যাক দিতে হবে। ডাইলুয়েন্ট কখনও জমানো যাবে না। তাই ডাইলুয়েন্ট যেন সরাসরি আইসপ্যাকের সংস্পর্শে না আসে সেজন্য জীপলক ব্যাগ/মোটা কাগজে মুড়ে দিতে হবে।

টিকাদান কেন্দ্র পরিচালনাঃ

প্রতিটি টিকাদানকারী টীমে ২ জন দক্ষ টিকাদানকারী এবং ৩ জন স্বেচ্ছাসেবী থাকবেন। সাধারনতঃ একজন দক্ষ টিকাদানকারী একটি নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্রে দিনে ১৫০-২০০ জন শিশুকে টিকা দিতে পারে। যে সব টিকাদান কেন্দ্রে ৪০০ বা তারচেয়ে বেশী উদ্দিষ্ট শিশু আছে সেক্ষেত্রে টিকাদানকারীর সংখ্যা বাড়াতে হবে (প্রতি ২০০ অতিরিক্ত উদ্দিষ্ট শিশুর জন্য একজন অতিরিক্ত টিকাদানকারী) তবে তা অবশ্যই মাইক্রোপ্লানিং-এ উল্লেখ করতে হবে।

ক্যাম্পেইনের সফলতার জন্য সুসংগঠিত টিকাদান কেন্দ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সকাল ৮ টার পূর্বেই বিতরণ কেন্দ্র থেকে এমআর, ডাইলুয়েন্ট এবং ওপিভি ভ্যাকসিনসহ অন্যান্য সকল প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করতে হবে। প্রতিটি টীমে মাঠকর্মী এবং স্বেচ্ছাসেবীদের সমন্বয়ে কমপক্ষে ৫ জন সদস্য কাজ করবেন। স্বাস্থ্য সহকারী ও ১ম সারির তদারককারীগণ স্ব স্ব দায়িত্বপ্রাপ্ত এলাকার টিকাদান কেন্দ্র সুষ্ঠুভাবে সংগঠন ও পরিচালনার জন্য সার্বিক দায়িত্বপালন করবেন।

প্রতি কেন্দ্রে নিম্নলিখিত সামগ্রী নিশ্চিত করতে হবে

হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩	২১তম জাতীয় টিকাদিবস
১) মনি পতাকা	১) মনি পতাকা
২) মনি টেবিল ক্লথ	২) মনি টেবিল ক্লথ
৩) চাহিদা অনুযায়ী এমআর ভ্যাকসিন ও ডাইলুয়েন্ট এবং ড্রপারসহ ওপিভি	৩) চাহিদা অনুযায়ী ড্রপারসহ ওপিভি
৪) অতিরিক্ত ২টি আইসপ্যাকসহ ছোট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার	৪) টালি ফর্ম
৫) প্রয়োজনীয় সংখ্যক এডি সিরিঞ্জ (০.৫ এমএল)	৫) AEFI ফর্ম
৬) প্রয়োজনীয় সংখ্যক সংমিশ্রণ এডি সিরিঞ্জ (৫ এমএল)	
৭) প্রয়োজনীয় সংখ্যক সেফটি বক্স	
৮) প্রয়োজনীয় তুলা	
৯) টালি ফর্ম	
১০) AEFI রিপোর্ট ফর্ম	
১১) অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ব্যাগ	
১২) ফিঙ্গার মার্কার	

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সেশন সংগঠন ও পরিচালনাঃ

- শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে খুবই সুশৃংখল ভাবে টিকা দেয়া সম্ভব হয়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অথবা অস্থায়ী কেন্দ্রে টিকাদানের জন্য একমুখী যাতায়াত ব্যবস্থা করতে হবে
- প্রতিষ্ঠান প্রধানকে অনুরোধ করে একটি কক্ষ খালি করে নিয়ে সরঞ্জামাদি সাজিয়ে খুবই অল্প সময়ে সুশৃংখল ভাবে টিকা দেয়া সম্ভব
- খালি কক্ষ না পেলে প্রতি শ্রেনি কক্ষে গিয়ে টিকা দিতে হবে
- এক একটি শ্রেনির শিশুদের আলাদা আলাদা ভাবে টিকা দিতে হবে, কখনও সব শ্রেনির শিশুদের এক সাথে টিকা দেয়া যাবে না
- শিক্ষকগণকে অনুরোধ করতে হবে টিকা দেয়ার সময় শিশুদের লাইন ধরে কক্ষে প্রবেশ ও নির্গমনে সহায়তা করতে এবং শিশুদের সথে

থেকে টিকাদানে সহায়তা করতে। অস্থায়ী কেন্দ্র সমূহের আশেপাশের গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গকে, মা/বাবাকে একই ভাবে সহায়তা করতে অনুরোধ করা যেতে পারে

- টিকা কেন্দ্রে সকাল ৮টার আগে উপস্থিত হয়ে মনি পতাকা, পোষ্টার ইত্যাদি সাজাতে হবে
- সেশন শুরুর আগেই দলের কার কি দায়িত্ব তা নির্ধারণ করতে হবে
- টিকাদান টেবিলে মনি টেবিলক্লথ বিছাতে হবে
- ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারটি ছায়া যুক্ত স্থানে রাখতে হবে
- সেফ্‌টি বক্স তৈরি করে কর্মীর নাম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম, ওয়ার্ড নম্বর এবং তারিখ লিখতে হবে
- টালি ফর্মে প্রথমেই কেন্দ্রের নাম ও প্রয়োজনীয় ঘরগুলি পূরণ করতে হবে
- টেবিলের একদিকে টিকাদানকারীগণ বসবেন এবং টালিদানকারী এমনভাবে বসবেন যাতে প্রতিটি টিকাদান সম্পন্ন হওয়া প্রত্যক্ষ করে টালিফর্মে টালিচিহ্ন দিতে পারেন
- স্বেচ্ছাসেবী/শিক্ষকগণ একমুখি যাতায়াত ব্যবস্থার মাধ্যমে সারিবদ্ধ শিশুদের একজন একজন করে টিকাদানকারীর কাছে টিকা নেয়ার জন্য পাঠাবেন
- প্রতিটি শিশুকে টিকা দেয়ার পর টালি ফর্মে টালি দিতে হবে এবং বাম হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে মার্কার দিয়ে মার্কিং করতে হবে

সংমিশ্রণঃ

টিকাদানকারী শিশুদের উপস্থিতির পরই ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার থেকে একটি ডাইলুয়েন্ট এবং ভায়াল বের করবেন (লক্ষ্য রাখতে হবে উভয়ই একই প্রস্তুতকারীর কিনা এবং মেয়াদ কালের মধ্যে আছে কিনা)। লাল ফোঁটা চিহ্নিত ভায়াল থাকলে তা প্রথমেই ব্যবহার করতে হবে। এ্যাম্পুলের সবটুকু ডাইলুয়েন্ট মিক্সিং সিরিঞ্জে নিয়ে এমআর ভায়ালে ঢোকাতে হবে। তারপর মিক্সিং সিরিঞ্জ সেফ্‌টি বক্সে ফেলতে হবে। এবার এমআর ভায়ালের গলায় ধরে সংমিশ্রণের জন্য হাত দিয়ে মৃদুভাবে ঘুরিয়ে ভালোভাবে সংমিশ্রণ করতে হবে। সংমিশ্রণ এবং টিকাদানের সময় নিরাপদ ইনজেকশন পদ্ধতি অনুসরণ করতে হবে।

নিরাপদ ইনজেকশনঃ

- প্যাকেট ছেড়া থাকলে অথবা মেয়াদ উত্তির্ণ হলে অথবা কোন কারণে মনে হয় সিরিঞ্জগুলো নিরাপদ নয় তাহলে ব্যবহার করবেন না
- প্রতিটি ভায়াল সংমিশ্রণের আগে এর ভিভিএম, মেয়াদোত্তীর্ণের তারিখ এবং ভ্যাকসিন ও ডাইলুয়েন্ট একই প্রস্ততকারকের কিনা তা দেখে নিতে হবে
- প্রতিটি ভায়াল সংমিশ্রণের জন্য ১টি এ্যাম্পুলের সবটুকু ডাইলুয়েন্ট ব্যবহার করতে হবে
- সিরিঞ্জের সূঁচ কখনও ধরা যাবে না এবং কখনও রিক্যাপ করা যাবে না
- **টিকাদান কাজ দ্রুত/সুবিধাজনক করার জন্য আগে থেকেই একাধিক সিরিঞ্জে ভ্যাকসিন তুলে রাখা যাবে না**
- ব্যবহারের পর পরই সিরিঞ্জ সেফ্‌টি বক্সে এবং আনুসাঙ্গিক বর্জ্য সমূহ অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ব্যাগে ফেলতে হবে
- ভায়ালের রাবার ক্যাপ কখনও স্পর্শ করা যাবে না এবং সংমিশ্রণের পর মাটিতে পড়ে গেলে অথবা ক্যাপটি পানির সংস্পর্শে এলে ঐ ভায়াল আর ব্যবহার করা যাবে না
- **এমআর ভায়াল সংমিশ্রণের পর ৪ ঘন্টা অতিক্রান্ত হলে এই ভায়ালের টিকা কোনোভাবেই ব্যবহার করা যাবেনা। পরবর্তীতে শিশু এলে নতুন ভায়াল সংমিশ্রণ করে টিকা দিতে হবে**

টিকা প্রদানঃ

উদ্দিষ্ট শিশু - ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী সকল শিশুকেই ১ ডোজ এমআর টিকা দিতে হবে।
টিকার ডোজ- ০.৫ মিলিলিটার।
টিকার স্থান-
২ বছরের কম বয়সী শিশুর ডান উরুর মধ্যভাগের বহিরাংশে, চামড়ার নিচে।
২ বছর থেকে ১৫ বছরের কম বয়সী শিশুর ডান বাহুর উপরিভাগের বহিরাংশে, চামড়ার নিচে।

চামড়ার নিচে (Subcutaneous) ইনজেকশন দেয়ার নিয়মঃ

- ইনজেকশনের পূর্বে টিকার স্থান তুলা দিয়ে মোছার প্রয়োজন নেই। টিকা দেয়ার স্থান অপরিস্কার হলে অভিভাবককে পরিস্কার পানি দিয়ে ধুয়ে আনতে অনুরোধ করতে হবে এবং শুকানোর পর শিশুকে টিকা দিতে হবে। এ ব্যাপারে বাড়ি বাড়ি আন্তঃব্যক্তিক যোগাযোগের সময় অভিভাবকদের আগে থেকে জানিয়ে রাখতে হবে
- শিশুর উরু বা বাহুতে টিকা দেয়ার সময় টিকাদানকারী উপর থেকে এক হাতের বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তর্জনী দিয়ে ইনজেকশনের স্থানের চামড়াকে চাপ দিয়ে ধরে মাংসপেশী থেকে আলাদা হয় এমন ভাবে উঁচু করে ধরতে হবে
- সেই সাথে অন্য হাতে ভ্যাকসিন পূর্ণ সিরিঞ্জের সূঁচটিকে চামড়ার সাথে ৪৫° কোণে রেখে উঁচু করা চামড়ার নিচে (কিন্তু মাংসপেশীর উপরে) সূঁচের ২/৩ ভাগ ঢোকাতে হবে এবং বৃদ্ধাঙ্গুল দিয়ে প্লাঞ্জারে চাপ দিয়ে ইনজেকশন দিতে হবে এবং সিরিঞ্জটি সেফ্‌টি বক্সে ফেলতে হবে
- ইনজেকশন দেয়ার পর যদি রক্ত আসে তবে শুকনা তুলা দিয়ে টিকার স্থান চেপে ধরে রাখতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত রক্ত আসা বন্ধ না হয়

ক্যাম্পেইনে কাকে টিকা দেয়া যাবেঃ

- ৯ মাস থেকে ১৫ বছরের কমবয়সী সকল শিশুকে এমআর টিকা দিতে হবে
- শিশু নিয়মিত টিকা কার্যক্রমে এমআর বা হামের টিকা পেয়ে থাকলেও ক্যাম্পেইনে আবার তাকে টিকা দিতে হবে
- হাসপাতালে ভর্তিকৃত শিশুদের চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে টিকা দিতে হবে

কখন টিকা দেয়া যাবে নাঃ

- অসুস্থ শিশুকে টিকা দেয়ার পূর্বে চিকিৎসকের পরামর্শ নিতে হবে এবং কখনোই অভিভাবকের ইচ্ছার বিরুদ্ধে শিশুকে টিকা দেয়া ঠিক হবে না
- পূর্বে এমআর বা হামের টিকায় কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া হয়েছিল এমন শিশুকে টিকা দেয়া যাবেনা

গ) সেশন শেষে করণীয়ঃ

- ব্যবহৃত তিন-চতুর্থাংশ ভর্তি সেফ্‌টি বক্সগুলো, অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ব্যাগ (অন্যান্য বর্জ্য যেমন- সম্পূর্ন বা আংশিক ব্যবহৃত ভায়াল, ভাঙ্গা এ্যাম্পুল, এ্যালুমিনিয়াম ফয়েল, সিরিঞ্জের প্লাস্টিক/কাগজের কাভার, ব্যবহৃত তুলা ইত্যাদি) এবং পুরণকৃত টালি সিট ও অব্যবহৃত ভ্যাকসিনসহ ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার পোর্টারের মাধ্যমে ফেরত পাঠাতে হবে।
- আসবাবপত্র ফেরত দিয়ে, কেন্দ্র পরিস্কার করে, নিয়মিত টিকাদান সেশনের তারিখ জানিয়ে টিকাদান কেন্দ্রের বাড়ির মালিককে ধন্যবাদ জানাতে হবে।

■ অধ্যায় ৪ঃ বর্জ্য ব্যবস্থাপনা

প্রতিটি টিকা কেন্দ্রে পর্যাপ্ত সংখ্যক সেফ্‌টি বক্স এবং অন্যান্য বর্জ্য অপসারণ ব্যাগ রাখতে হবে। ব্যবহৃত সেফ্‌টি বক্সের গায়ে কর্মীর নাম এবং ব্যবহারের তারিখ লিখতে হবে। শুধুমাত্র এডি সিরিঞ্জ, সংমিশ্রণ সিরিঞ্জ এবং সিরিঞ্জের বিভিন্ন অংশ যেমন- সুঁচের ক্যাপ, প্লাঞ্জার ক্যাপ ও লক (যদি থাকে) সেফ্‌টি বক্সে ফেলতে হবে, অন্য কিছু সেফ্‌টি বক্সে ফেলা যাবে না। অন্যান্য বর্জ্য (ভাঙ্গা এ্যাম্পুল, খালি ভায়াল, তুলা, ছেঁড়া প্যাকেট ইত্যাদি) যেখানে সেখানে না ফেলে নির্দিষ্ট ব্যাগে রাখতে হবে। দিন শেষে পূর্ণ সেফ্‌টি বক্স, ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার ও অন্যান্য বর্জ্য ভর্তি ব্যাগটি পোর্টারের মাধ্যমে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপেক্স/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা বা তাঁদের পূর্ব নির্ধারিত জায়গায় ফেরত পাঠাতে হবে।

প্রয়োজনে প্রতিদিন ফেরত আসা ঐ সমস্ত বর্জ্য উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা/সিটি করপোরেশন/পৌরসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তার সরাসরি তত্ত্বাবধানে প্রস্তুতকৃত গর্তে (৪´X ৩´X ৫´) পোড়াতে হবে এবং পরবর্তীতে মাটি চাপা দিতে হবে। পোড়ানোর পূর্বে খালি ভায়ালগুলো পৃথক করতে হবে। যে সকল স্থানে ইনসিনারেটর আছে সে সকল স্থানে ইনসিনারেশনের মাধ্যমে বর্জ্য পোড়াতে হবে।

■ অধ্যায় ৫ঃ টিকা পরবর্তী বিরূপ প্রতিক্রিয়া (AEFI)

ওপিভি টিকা অত্যন্ত নিরাপদ, তারপরও কখনও কখনও সামান্য কিছু প্রতিক্রিয়া দেখা দিলে অভিভাবকগণকে ও শিশুদের আশ্বস্ত করতে হবে ও প্রয়োজনে সুপারভাইজারকে জানাতে হবে ।

এমআর টিকাও অত্যন্ত নিরাপদ, তারপরও কখনও কখনও সামান্য কিছু প্রতিক্রিয়া, যেমন- টিকা দেওয়ার স্থানে চামড়া লাল হয়ে ফুলে যাওয়া, অল্প জ্বর ইত্যাদি দেখা দিতে পারে যেগুলি এমনিতেই ভাল হয়ে যায়। খুবই অল্পসংখ্যক ক্ষেত্রে মারাত্মক বিরূপ প্রতিক্রিয়া হতে পারে। ক্যাম্পেইন চলাকালে সংক্ষিপ্ত সময়ে বিপুল সংখ্যক টিকা দেয়া হয়, যার ফলে AEFI এর সংখ্যা বেশী বলে প্রতিয়মান হতে পারে। এর ফলে জনসাধারণ এমন কি কর্মীদের তাৎক্ষনিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি হতে পারে। আর একসাথে এতবেশী টিকা দিতে হচ্ছে বলে প্রোগ্রামের ত্রুটির কারণে AEFI হওয়ার সম্ভাবনা বেশী থাকে। এ কারণে কর্মীদের সজাগ থাকতে হবে এবং সকল নির্দেশনা যথাযথ ভাবে মেনে চলতে হবে।

ক্যাম্পেইনে একদম ছোট শিশুদের চেয়ে সাধারনতঃ অপেক্ষাকৃত বেশী বয়সের শিশুরাই ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে এবং এ ধরনের পরিস্থিতিতে অন্যান্য শিশুরাও ভয় পেতে পারে। এ অবস্থায় অভিভাবকগণকে ও শিশুদের আশ্বস্ত করতে এবং সাহস যোগাতে অনুরোধ করতে হবে।

কর্মীদের খেয়াল রাখতে হবে যে, অজ্ঞান হওয়ার ঠিক আগে সাধারনতঃ শিশুরা খুব ভীত হয়ে পড়ে, জোরে জোরে তাড়াতাড়ি শ্বাস নেয় বা শ্বাস বন্ধ হয়ে যায়, মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। অজ্ঞান হওয়ার আগে শিশু বলতে পারে যে, তার অসুস্থ লাগছে বা মাথা ফাঁকা ফাঁকা লাগছে। এক পর্যায়ে শিশুটি সম্পূর্ণ অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এসময় কারো কারো পুরো শরীর বা শুধুমাত্র হাত বা পায়ে খিঁচুনী হতে পারে। এ ক্ষেত্রে চিন্তিত হওয়ার কিছু নেই। অজ্ঞান অবস্থায় সাধারনতঃ শিশুর শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। এসময় শিশুটিকে কোন সমান জায়গায় চিৎ করে শুইয়ে পায়ের নিচে বালিশ বা কিছু একটা দিয়ে উঁচু করে দিতে হবে। শিশুর চারপাশে ভিড় না বাড়িয়ে স্বাভাবিক বাতাস চলাচলের ব্যবস্থা করে এবং চোখে মুখে সামান্য পানির ছিটা দিলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই জ্ঞান ফিরে আসবে। সাধারনতঃ ভয় পেয়ে অজ্ঞান হয়ে যাওয়া রোগীর গলার পাশের নাড়ী সহজেই অনুভব করা যায় কিন্তু এ্যানাফাইল্যাক্টিকে রিএ্যাকশন আক্রান্ত রোগীর গলার পাশের নাড়ী পাওয়া কঠিন।

এমআর টিকায় খুবই বিরল ক্ষেত্রে (এক লক্ষে একটি) এ্যানাফাইল্যাক্টিক রিএ্যাকশন হতে পারে। যা অতি দ্রুত শরীরের চুলকানির মাধ্যমে শুরু হয় (টিকা দেওয়ার ৫ মিনিট থেকে আধা ঘন্টার মধ্যে)। এজন্য টিকা দেওয়ার পরে শিশুকে কমপক্ষে আধা ঘন্টা টিকা কেন্দ্রে বসিয়ে রাখতে হবে।

অজ্ঞান হয়ে যাওয়া বা মাথা ঘুরে পড়ে যাওয়া মানেই এ্যানাফাইল্যাক্টিক রিএ্যাকশন হওয়া নয়। এ্যানাফাইল্যাক্টিক রিএ্যাকশন হলে সাধারনতঃ প্রথমাবস্থায় সারা শরীরে লাল চাকা দেখা যায়, চুলকায় এবং শ্বাস নিতে কষ্ট হয় তবে রোগী পুরোপুরি অজ্ঞান হয় না। মারাত্মক অবস্থায় শেষ পর্যায়ে রোগীর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায় এবং ক্ষেত্র বিশেষে অজ্ঞান হয়ে যেতে পারে। এক্ষেত্রে রোগীকে সাথে সাথে হাসপাতালে নিয়ে যেতে হবে। একজন তদারককারী/কর্মী/স্বেচ্ছাসেবীকে রোগীর সাথে যেতে হবে।

অ্যানাফাইল্যাক্টিক রিএ্যাকশনে ব্যবস্থাপনাঃ
টিকাদান কেন্দ্রে –

এ্যানাফাইল্যাক্টিক রিএ্যাকশনে আক্রান্ত হয়েছে বুঝতে পারলে/সাথে সাথে টিকাদান কর্মী ঃ

- শিশুকে চিৎ করে, পা কিছুটা উপরে রেখে শোওয়াবেন
- যত তাড়াতাড়ি সম্ভব শিশুকে নিকটবর্তী স্বাস্থ্য কেন্দ্র/ হাসপাতালে নিয়ে চিকিৎসা শুরু করাতে হবে। প্রয়োজনে কোন স্বেচ্ছাসেবী বা তদারককারী রোগীর সঙ্গে যাবেন
- সংশ্লিষ্ট তদারককারীকে জানাতে হবে
- AEFI রিপোর্টিং ফরম পূরণ করে জমা দিতে হবে
- টিকাদান কর্মী এবং তদারককারীগণ পরবর্তীতে এলাকায়/কমিউনিটিতে আর কোন এইএফআই রোগী আছে কি না সন্ধান করবেন এবং রিপোর্ট করবেন।

প্রয়োজনে Guideline for AEFI Surveillance বইটির (পৃষ্ঠা নং ৪৭-৪৮) সাহায্য নেয়া যেতে পারে।

জরুরী অবস্থায় যোগাযোগের জন্য প্রত্যেক কর্মীর কাছে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পঃ পঃ কর্মকর্তা, আবাসিক স্বাস্থ্য কর্মকর্তা, এমটি-ইপিআই, সিটি করপোরেশন এবং পৌরসভার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার মোবাইল ফোন নম্বর (যদি থাকে) রাখতে হবে। এছাড়া সার্ভিলেন্স মেডিকেল অফিসার এবং ডিস্ট্রিক্ট এমসিএইচ এন্ড ইম্যুনাইজেশন মেডিকেল অফিসার-এর মোবাইল নম্বর অবশ্যই রাখতে হবে। জরুরী রোগী পরিবহনের জন্য কোথায় কি ধরনের যানবাহন পাওয়া যায় তা পূর্বেই কর্মীর পরিকল্পনায় রাখতে হবে।

এইএফআই রিপোর্টিং ও ব্যবস্থাপনার জন্য পূর্ব প্রস্তুতি

টিকাদানকেন্দ্রেঃ কমপক্ষে ২টি এইএফআই রিপোর্ট ফর্ম;

ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্র এবং কমিউনিটি ক্লিনিকঃ এইএফআই রিপোর্ট ফর্ম, ইনজেকশন হাইড্রোকর্টিসন, এডি সিরিঞ্জ, তুলা;

হাসপাতালেঃ এইএফআই রিপোর্ট ফর্ম, ইনজেকশন হাইড্রোকর্টিসন, ইনজেকশন এ্যাড্রেনালিন, ইনফিউশন নরমাল স্যালাইন, ইনফিউশন সেট, এডি সিরিঞ্জ, তুলা, মাইক্রোপোর, আম্বু ব্যাগ ইত্যাদি প্রয়োজনীয় সরঞ্জামাদি সুনির্দিষ্টভাবে এইএফআই ব্যবস্থাপনার জন্য রাখতে হবে।

■ অধ্যায় ৬ঃ তদারকি

হাম-রুবেলা প্রতিরোধে টিকাদান ক্যাম্পেইনের মত এই বিশাল কার্যক্রমে তদারকির গুরুত্ব অপরিসীম। আর এই ক্যাম্পেইনের সাফল্য নিশ্চিত করতে বিভিন্ন পর্যায়ে তদারকি নিশ্চিত করা অপরিহার্য্য।

তিন সপ্তাহ ব্যাপী এই ক্যাম্পেইনের সময় সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক (এএইচআই), পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক (এফপিআই) ইউনিয়ন পর্যায়ে প্রতিটি কেন্দ্র তদারকির দায়িত্বে থাকবেন। আর শহর অঞ্চলে, ভ্যাকসিনেটর সুপারভাইজার, এনজিও সুপারভাইজার ও অন্যান্য তদারককারীগণ নিজ নিজ এলাকার তদারকিতে নিয়োজিত থাকবেন। তদারকির সময় সরবরাহকৃত চেকলিস্ট অনুযায়ী তদারকি করতে হবে।

তদারকির সময় মূল কার্যক্রমগুলো হবেঃ

১. তদারককারী রেজিস্ট্রেশন কর্মকান্ডে সক্রিয় অংশগ্রহণ করবেন এবং এর সফল বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন
২. উপযুক্ত স্বেচ্ছাসেবী বাছাই এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে ক্যাম্পেইনের গুণগতমান বৃদ্ধি করা
৩. ভ্যাকসিন ও অন্যান্য সামগ্রী কেন্দ্রে পৌছানো নিশ্চিত করা
৪. ক্যাম্পেইন পূর্ব ও চলাকালীন মোবাইল মাইকিং এবং ক্যাম্পেইন সময়ের মসজিদ মাইকিং নিশ্চিত করা
৫. শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ক্যাম্পেইন পূর্ব জনসংযোগ করা, ক্যাম্পেইনের তারিখ জানানো এবং সকলের সহযোগিতা কামনা করা
৬. ক্যাম্পেইনের সময় কর্মীদের সেশন সংগঠনে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান, সহায়ক তদারকির মাধ্যমে কর্মীর দুর্বলতা সংশোধন ইত্যাদি করা
৭. ক্যাম্পেইন সমাপ্ত এলাকায় চেকলিষ্ট অনুযায়ী সার্ভে সংগঠন করা এবং প্রয়োজনে অবিলম্বে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৮. কেন্দ্রে টিকা বা টিকাদান সামগ্রীর কোনরূপ ঘাটতি হলে অবিলম্বে তা পূরণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা
৯. তদারককারিগণ অতিরিক্ত টিকার ভায়াল নির্দিষ্ট স্থানে (নির্দিষ্ট স্বাস্থ্য কেন্দ্রে অথবা নির্দিষ্ট টিকাদানটীম-এর কাছে) সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবেন এবং তার এলাকার টিকাদানটীমকে ঐ স্থান সম্পর্কে অবহিত করবেন
১০. সেশন শেষে পোর্টারের মাধ্যমে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ার এবং বর্জ্য সমূহ ফেরৎ পাঠানো নিশ্চিত করতে হবে

তদারকির জন্য সরবরাহকৃত চেকলিস্ট ব্যবহার করতে হবে এবং পূরণকৃত চেকলিষ্ট প্রতিদিন উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের সাথে ফেরৎ পাঠাতে হবে। প্রতিদিন কর্ম এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে পর্যালোচনা বৈঠক করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

প্রথমসারির তদারককারীগণ ছাড়াও উপজেলা/পৌরসভা/সিটি করপোরেশন/জেলা ও বিভাগীয় পর্যায়ের তত্ত্বাবধায়কগণও একই চেকলিস্ট ব্যবহার করে ক্যাম্পেইন কার্যক্রম তদারক করবেন এবং শেষ হয়ে যাওয়া এলাকায় ২০টি বাড়ি পরিদর্শনের মাধ্যমে বাদপড়া শিশু খুঁজে বের করবেন। বাদপড়া শিশু পাওয়া গেলে চেকলিস্টের পিছনে তাদের নাম ও ঠিকানা লিপিবদ্ধ করবেন এবং অভিভাবককে নিকটস্থ টিকাদান কেন্দ্রের ঠিকানা দিয়ে শিশুর টিকা নিয়ে নেবার পরামর্শ দেবেন।

ক্যাম্পেইন শেষ হয়ে গেছে এমন কোন এলাকায় ২০ টি শিশুর মধ্যে যদি ২ বা ততোধিক শিশু টিকা না পায় তবে ঐ এলাকায় বিশেষ ব্যবস্থায় টিকাদান টীম পাঠিয়ে মপ-আপ কার্যক্রমের ব্যবস্থা নিতে হবে এবং বাদ পড়া প্রতিটি শিশুকে অবশ্যই টিকা দিতে হবে। প্রতিদিন কাজ শেষে

কর্ম এলাকায় প্রাপ্ত তথ্যাদি বিনিময়ের জন্য উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে পর্যালোচনা বৈঠক করা যেতে পারে এবং পরবর্তীতে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নির্ধারন করা যেতে পারে।

হাম দূরীকরন ও রুবেলা রোগ নিয়ন্ত্রণের লক্ষ্য অর্জনের জন্য ক্যাম্পেইনে অবশ্যই ৯০% এর বেশী কভারেজ অর্জন করতে হবে।

■ অধ্যায় ৭ঃ ফর্ম সমূহ এবং রিপোর্টিং

গ্রাম এলাকায় ইউনিয়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত সহকারি স্বাস্থ্য পরিদর্শক পরিদর্শনকৃত ওয়ার্ড এবং অন্য দুই ওয়ার্ডের কর্মীর সংকলিত তথ্য থেকে সরবরাহকৃত ফর্মে ইউনিয়ন রিপোর্ট তৈরি করবেন এবং উর্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে পৌছাবেন। শহর এলাকায় দায়িত্বপ্রাপ্ত তদারককারী তার এলাকার কর্মীদের কাছ থেকে রিপোর্ট সংগ্রহ করে সংকলিত রিপোর্ট উর্ধতন কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাবেন।

ক্যাম্পেইনে ব্যবহৃত বিভিন্ন ফর্মঃ

১. রেজিস্ট্রেশন ফর্ম
২. রেজিস্ট্রেশন সংকলন ফর্ম
৩. মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-১ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকাদান কেন্দ্র)
৪. মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-২ (নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র)
৫. মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৩ (অতিরিক্ত কেন্দ্র/ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টিকাদান টীম)
৬. মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ (জেলা / উপজেলা/সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা/ জোন সংকলন ফর্ম)
৭. দৈনিক ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক বিতরণ ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
৮. ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
৯. টালি ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১০.রিপোর্ট ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১১.তদারকি চেকলিস্ট (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১২.স্থায়ী কেন্দ্র ও বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাইক্রোপ্ল্যানিং শীট (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৩.ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৪.টালি ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৫.বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান টালি ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৬.রিপোর্ট ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৭.তদারকি চেকলিস্ট (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)
১৮.বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান তদারকি চেকলিস্ট (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)

প্রতিটি ফর্মের নমুনা কপি এই সহায়িকার শেষে সংযোজন করা হলো। সকল ফর্ম পূরণ এবং রিপোর্ট করার নিয়মাবলী নিম্নে দেয়া হলো–

নং	ফর্মের নাম	যিনি ব্যবহার করবেন	কিভাবে ব্যবহার করতে হবে
০১	রেজিস্ট্রেশন ফর্ম	মাঠকর্মী	প্রতিটি রেজিস্ট্রেশন ফর্ম হবে সাব ব্লক/সাইট ভিত্তিক। এই ফর্মের 'ক-জ' পর্যন্ত কলাম পূরণ করতে হবে। 'ক-জ' পর্যন্ত কলামে কর্মী তার সাব-ব্লক/সাইট-এ বসবাসরত শিশুদের নাম, অভিভাবকের নাম, মোবাইল নম্বর, শিশুর বয়স এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যায়নরত (হ্যাঁ/না) কিনা লিখবেন। এরপর 'চ' কলাম থেকে 'ঝ-ঞ' কলামে বয়স ভিত্তিক টিক চিহ্ন দিয়ে লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করতে হবে। ২ পৃষ্ঠার প্রতিটি ফর্মের শেষে এই ফর্মের মোট সংখ্যা লিখতে হবে। সকল শিশুর রেজিস্ট্রেশন শেষ হলে সাব-ব্লক/এলাকার সর্বমোট শিশুর সংখ্যাও লিখতে হবে।

নং	ফর্মের নাম	যিনি ব্যবহার করবেন	কিভাবে ব্যবহার করতে হবে
০২	রেজিস্ট্রেশন সংকলন ফর্ম	মাঠকর্মী	সংকলন ফর্ম ‘ক-চ’ পর্যন্ত কলাম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম থেকে সকল তথ্য নিয়ে পূরণ করতে হবে। রেজিস্ট্রেশন ফর্মের ‘ছ’ কলামের সংখ্যা সংকলন ফর্মের “গ এবং ঙ’ কলামে বয়স ভিত্তিক যোগ করে পূরণ করতে হবে। একইভাবে রেজিস্ট্রেশন ফর্মের ‘জ’ কলামের সংখ্যা সংকলন ফর্মের “ঘ এবং চ’ কলামে বয়স ভিত্তিক যোগ করে পূরণ করতে হবে। সংকলন ফর্ম পূরণ করে মাঠকর্মীগণ উপজেলা/ জোন/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট তদারককারীদের কাছে জমা দিবেন। স্কুলের জন্য পৃথকভাবে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে এবং স্কুলের এই তথ্যে অনেক এলাকার শিক্ষার্থীদের সংখ্যা নিয়ে স্কুলের জন্য উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা হবে। কিন্তু সাব-ব্লক ভিত্তিক রেজিস্ট্রেশন থেকে ঐ সাব-ব্লক/এলাকার উদ্দিষ্ট শিশুর মধ্যে ১ম সপ্তাহ এবং ২য় সপ্তাহের উদ্দিষ্ট শিশুর সংখ্যা পাওয়া যাবে।
০৩	মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-১ (শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের টিকাদান কেন্দ্র)	মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট-ইপিআই/সিসি/পৌর এলাকার সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি স্বাস্থ্য পরিদর্শক (ইনচার্জ)/ সুপারভাইজার (সিসি/ পৌর এলাকার) সংগে থেকে এই কাজে সক্রিয়ভাবে সহযোগিতা করবেন।	‘ক-খ’ কলামে ওয়ার্ড ভিত্তিক কর্ম এলাকার নাম এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম লিখতে হবে। প্রতিটি স্কুলে উদ্দিষ্ট বয়সের কতজন শিশু(ছাত্র/ছাত্রী) আছে তা স্কুলের তথ্য থেকে বের করে ‘ঘ-ঙ’ কলামে পূরণ করতে হবে।‘চ-ঞ’ পর্যন্ত কলামে শিশুর সংখ্যা অনুযায়ী এমআর ভায়াল, এডি সিরিঞ্জ, সেফ্‌টি বক্স এবং ওপিভি ভায়ালের (যেসব সব স্কুলে ৫ বছরের কম বয়সী শিশু আছে) চাহিদা ফর্মূলা অনুযায়ী বের করে পূরণ করতে হবে। ‘গ, ট এবং ঠ’ কলামে টিকাদানের তারিখ এবং টিকাদানকর্মীর নাম, মোবাইল নম্বর এবং স্বেচ্ছাসেবীর নাম লিখতে হবে। পাশাপাশি ওয়ার্ড ম্যাপে চিহ্নিত করতে হবে। শেষে ১ম সারির তদারককারীর নাম, পদবী, প্রতিষ্ঠান ও মোবাইল নম্বর লিখতে হবে।
০৪	মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-২ (নিয়মিত টিকাদান কেন্দ্র)		রেজিস্ট্রেশন সংকলন ফর্মের ‘ঘ এবং চ’ থেকে সাব-ব্লক/সাইট ভিত্তিক কর্ম এলাকার নাম এবং নাম লিখতে হবে। মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-১-এর মত একইভাবে অবশিষ্ট কলাম সাব-ব্লক/সাইট ভিত্তিক পূরণ করতে হবে।
০৫	মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৩ (অতিরিক্ত কেন্দ্র/ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টিকাদানকারী দল)		এই সহায়িকার পৃষ্ঠা নম্বর ৮ এর আলোকে অতিরিক্ত কেন্দ্র/ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর জন্য টিকাদানকারী দল নির্ধারণ করতে হবে। এই টিকাদান কেন্দ্র/ টীম কোন সময় কাজ করবেন এবং শেষ করবেন তা ‘গ-ঘ’ কলামে লিখে পূরণ করতে হবে। অবশিষ্ট সকল কলাম মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-২-এর মত একইভাবে সাব-ব্লক/সাইট ভিত্তিক পূরণ করতে হবে।
০৬	মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ (জেলা / উপজেলা/সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা/ জোন সংকলন ফর্ম)		১টি ইউনিয়ন/সিসি ওয়ার্ড/পৌর ওয়ার্ডের রেজিস্ট্রেশন এবং মাইক্রোপ্ল্যানিং সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত মাইক্রোপ্ল্যানিং ফর্মসমূহের (১, ২, ৩) সমুদয় তথ্যাদি সংকলন করে মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ (জেলা/উপজেলা/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জোন) সংকলন ফর্ম পূরণ করে উপজেলা/জেলা/পৌরসভা/সিসি ওয়ার্ড/জোন/সিটি করপোরেশনের কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।
০৭	দৈনিক ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক বিতরণ ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট-ইপিআই/ইপিআই স্টোর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১টি ইউনিয়ন/সিসি ওয়ার্ড/পৌর ওয়ার্ডের রেজিস্ট্রেশন এবং মাইক্রোপ্ল্যানিং সম্পন্ন হওয়ার পর উক্ত মাইক্রোপ্ল্যানিং ফর্মসমূহের (১, ২, ৩) সমুদয় তথ্যাদি সংকলন করে মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ (জেলা/উপজেলা/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা/জোন) সংকলন ফর্ম পূরণ করে উপজেলা/জেলা/পৌরসভা/সিসি ওয়ার্ড/জোন/সিটি করপোরেমনের কর্তৃপক্ষের নিকট দাখিল করবেন।
০৮	ভ্যাকসিন ও লজিস্টিক ব্যবস্থাপনা ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)		টিকা দিবসের পূর্বেই ‘ক থেকে ছ’, ‘ঞ থেকে ট’ ও ‘ঢ’ কলাম পূরণ করতে হবে। ক্যাম্পেইন দিন শেষে সকল টালি ফর্ম ফেরত আসার পর ঐ দিনই বাকী কলামগুলো (‘জ-ঝ’ ও ‘ঠ-ড’) পূরণ করতে হবে।

নং	ফর্মের নাম	যিনি ব্যবহার করবেন	কিভাবে ব্যবহার করতে হবে
০৯	টালি ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	মাঠকর্মী	ক্যাম্পেইনের দিন টালিদানকারী প্রথমেই টালি ফর্মে কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, তারিখ, লক্ষ্যমাত্রা, কেন্দ্রের ধরন, প্রাপ্ত টিকার ভায়াল, সিরিঞ্জ, সেফটি বক্স ইত্যাদির সংখ্যা ছকে লিখবেন এবং সেশন শেষে ব্যবহৃত সংখ্যাও নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। টিকাদান শুরু হলে প্রতিটি শিশুকে টিকা দেয়ার পর পরই টালি ফর্মের পাতায় একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে। সেশন শেষে মোট সংখ্যার ঘরে টালি চিহ্ন যোগ করে মোট দেয়া টিকার সংখ্যা লিখতে হবে। সেশন শেষে কেন্দ্রের টালি ফর্মটির সবগুলো ঘর পূরণ হয়েছে কিনা তা স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাদানকর্মী নিশ্চিত হবেন এবং সকলে স্বাক্ষর করবেন। কাজ শেষে এই ফর্ম ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের সাথে ফেরত পাঠাতে হবে।
১০	রিপোর্ট ফর্ম (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	১ম সারির তদারককারী এবং উপজেলা/সিটি করপোরেশন/ পৌরসভা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	১ম সারির তদারককারী অথবা উপজেলা/সিটি করপোরেশন/পৌরসভা কর্তৃক দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি তার আওতাধীন সকল কেন্দ্রের টালি ফর্ম থেকে তথ্য সংকলন করে ইউনিয়ন/ উপজেলা/পৌর ওয়ার্ড/জোন/সিসি রিপোর্ট প্রস্তুত করবেন। ১ম সপ্তাহে স্কুল ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পরবর্তী ১ (এক) কর্মদিবসের মধ্যে রিপোর্ট তৈরি করে জেলা/সিটি করপোরেশনে প্রেরণ করতে হবে। জেলা/সিটি করপোরেশনের সংকলিত রিপোর্ট পরবর্তী ১ (এক) কর্ম দিবসের মধ্যে ইপিআই সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে। পরবর্তী ২ সপ্তাহের কমিউনিটি ক্যাম্পেইন শেষ হওয়ার পরবর্তী ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে ২ সপ্তাহের কমিউনিটি ক্যাম্পেইনের পূর্নাঙ্গ রিপোর্ট তৈরি করে জেলা/সিটি করপোরেশনে প্রেরণ করতে হবে। জেলা/সিটি করপোরেশনের সংকলিত রিপোর্ট পরবর্তী ৩ (তিন) কর্ম দিবসের মধ্যে ইপিআই সদর দপ্তরে প্রেরণ করতে হবে।
১১	তদারকি চেকলিস্ট (হাম-রুবেলা টিকাদান ক্যাম্পেইন ২০১৩ এবং ২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	১ম সারির সকল তদারককারী এবং অন্যান্য তত্ত্বাবধায়ক	এই ফর্ম ব্যবহার করে ক্যাম্পেইন চলাকালীন ৪ টি করে টিকাদান কেন্দ্র পরিদর্শন করা যাবে। ১-৩৫ নম্বর পর্যন্ত টিকাদান সেশনে কর্মীর কাজ পর্যবেক্ষণ করে পূরণ করতে হবে। ৩৬-৪০ পর্যন্ত অভিভাবককে জিজ্ঞাসা করে পূরণ করতে হবে।
১২	স্থায়ী কেন্দ্র ও বাদ পড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রমের মাইক্রোপ্ল্যানিং শীট (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	মেডিকেল টেকনোলোজিস্ট-ইপিআই/ইপিআই ষ্টোর সংশ্লিষ্ট দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি	মাইক্রোপ্ল্যান ফর্ম-৪ থেকে সংগৃহীত তথ্যাদি ২১তম জাতীয় টিকাদবিস(২১ ডিসেম্বর)-এর পূর্বে পুনরায় রিভিউ করতে হবে। এই ফর্মে সাব-ব্লক/সাইট অনুযায়ী প্রথমে জাতীয় টিকা দিবসের দিনের কার্যক্রমে নির্ধারিত কর্মী ও স্বেচ্ছাসেবীর নাম লিখতে হবে। পরের কলামগুলিতে ঐ সাব-ব্লক/সাইটের বাদপড়া শিশু অনুসন্ধানের তারিখ, আরম্ভ বাড়ি এবং শেষ বাড়ির নম্বর ও বাড়ি প্রধানের নাম লিখে টীমের নাম লিখতে হবে।
১৩	ভ্যাকসিন ব্যবস্থাপনা ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)		২১তম জাতীয় টিকা দিবসের পূর্বেই “খ থেকে ঘ” কলাম পূরণ করতে হবে। টিকা দিবসের দিন শেষে সকল টালি ফর্ম ফেরত আসার পর ঐ দিনই ‘ঙ-জ’ কলাম পূরণ করতে হবে। এরপর প্রতিদিন কর্মী ও তদারককারী কর্তৃক বাদপড়া শিশু অনুসন্ধান কার্যক্রম শেষ হওয়ার পর সাব-ব্লক/সাইট অনুযায়ী ‘ঝ-থ’ কলাম পূরণ করতে হবে। ওয়ার্ড মোট ও অতিরিক্ত কেন্দ্রের অর্জন যোগ করে ইউনিয়ন/ পৌর ওয়ার্ড/জোন-এর মোট অর্জন বের করতে হবে।
১৪	টালি ফর্ম (২১তম জাতীয় টিকা দিবস)	মাঠকর্মী	২১তম জাতীয় টিকা দিবসের দিন টালিদানকারী প্রথমেই টালি ফর্মে কেন্দ্রের নাম, ঠিকানা, তারিখ, লক্ষ্যমাত্রা, কেন্দ্রের ধরন, প্রাপ্ত টিকার ভায়াল ইত্যাদির সংখ্যা ছকে লিখবেন এবং সেশন শেষে ব্যবহৃত সংখ্যাও নির্দিষ্ট ঘরে লিখবেন। টিকাদান শুরু হলে প্রতিটি শিশুকে টিকা দেয়ার পর পরই টালি ফর্মের পাতায় একটি করে গোল ঘর কেটে দিতে হবে। সেশন শেষে মোট সংখ্যার ঘরে টালি চিহ্ন যোগ করে মোট দেয়া টিকার সংখ্যা লিখতে হবে। সেশন শেষে কেন্দ্রের টালি ফর্মটির সবগুলো ঘর পূরণ হয়েছে কিনা তা স্বাস্থ্য সহকারী/টিকাদানকর্মী নিশ্চিত হবেন এবং সকলে স্বাক্ষর করবেন। কাজ শেষে ভ্যাকসিন ক্যারিয়ারের সাথে ফেরত পাঠাতে হবে।